শিকাগোর ইসলামি সম্মেলনে শামিল ৪০ হাজার মুসলিম

সারে-জমিন

প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তার বেহাল অবস্থা

রূপসী বাংলা

গাজাকে ধুলোয় মেশালেও হামাসকে ধ্বংস করা সম্ভব নয়

সম্পাদকীয়

সামাজিক অবক্ষয় বই পড়ার অভাবে: সিদ্দিকুল্লাহ

সাধারণ

ইতিহাসের সংক্ষিপ্ততম টেস্ট জিতে সিরিজ ড্র করল ভারত

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
৫ জানুয়ারি, ২০২৪
১৯ পৌষ ১৪৩০
২২ জমাদিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 05 ■ Daily APONZONE ■ 5 January 2024 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

ভোটে তৃণমূল আমাকে হারাতে পারলে ছেড়ে দেব রাজনীতি: অধীর

হাসান সেখ ● বহরমপুর

আপনজন: লোকসভা ভোটের মুখে বাংলায় আসন বোঝাপড়া নিয়ে মহা সমস্যার মুখে পড়ছে ইন্ডিয়া জোট। দক্ষিণ মালদহের সাংসদ আবু হাসেম খান চৌধুরীর দাবি, কংগ্রেসকে দু'টি আসন ছাড়তে রাজি হয়েছে তৃণমূল। কিন্তু এই 'দয়ার দান' নিতে চাইছেন না প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী। বৃহস্পতিবার বহরমপুরে সাংবাদিক বৈঠক করে তৃণমূলকে বিঁধে অধীর বলেন, প্রথম দিন থেকেই বলছে দু'টোর বেশি দেব না। কে দু'টোর দয়া নেবে? আমরা কেউ দয়া চেয়েছি? আমরা প্রত্যাখ্যান করছি।" তিনি বলেন, বহরমপুরে তো হারাবে বলছে, মালদায় হারাবে বলছে। ওপেন চ্যালেঞ্জ করছি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলকে, যে কাউকে এখানে পাঠিয়ে দিন। যদি হারাতে পারেন, রাজনীতি করা ছেড়ে দেব। আপনি (মমতা) নিজে আসুন, দেখি কত ক্ষমতা আছে আপনার।" তৃণমূল সুপ্রিমোর উদ্দেশে এই বার্তাও দিয়ে রাখলেন, কংগ্রেসের মমতাকে প্রয়োজন নেই। উল্টে মমতারই কংগ্রেসকে প্রয়োজন বলে দাবি অধীরের।

উল্লেখ্য, ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকের পর সাংবাদিকদের কাছে মমতা বলেছিলেন, বাংলায় কংগ্রেসের দু'টি আসন রয়েছে। যদিও কংগ্রেসকে ক'টি আসন ছাড়া হবে, সেই নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূল তরফে কোনও ঘোষণা করেনি। এরপর থেকেই কংগ্রেসের দক্ষিণ মালদার প্রবীণ সাংসদ আবু হাসেম খান চৌধুরী দু'টি আসন ছাড়া নিয়ে বক্তব্য রাখতে শুরু করেন।। তবে, অধীরের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তৃণমূলের প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায় বলেন, তৃণমূল ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অপমান করা আর জোট একসঙ্গে চলতে পারে না কংগ্রেসের সঙ্গে। চৌধুরী এবং বঙ্গ কংগ্রেসের কিছু নেতা আমাদের প্রতি নিয়মিত যে অপমান করছেন, দল যদি জোট চায় তবে তা বন্ধ করতে হবে। কংগ্রেস হাইকমান্ড যদি বাংলায় জোট চায়, তাহলে অধীর চৌধুরীকে অবশ্যই দমন করতে হবে।

মাদ্রাসায় হিন্দু ও অমুসলিম শিশু ভর্তির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ না নেওয়ার জন্য

১১টি রাজ্যের মুখ্যসচিবকে তলব করল জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশন, তালিকায় নেই পশ্চিমবঙ্গ

আপনজন ডেস্ক: মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়া হিন্দু ও অন্যান্য অমুসলিম শিশুদের চিহ্নিত করে স্কুলে ভর্তি করানোর ক্ষেত্রে 'পদক্ষেপ না নেওয়ায়' ১১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যসচিবদের তলব করেছে শীর্ষ শিশু অধিকার সংস্থা এনসিপিসিআর। জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন (এনসিপিসিআর) প্রায় এক বছর আগে এই পদক্ষেপ চেয়েছিল। আদালত বলেছে, মাদ্রাসায় অমুসলিম শিশুদের ভর্তি করা সংবিধানের ২৮(৩) অনুচ্ছেদের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন ও লঙ্ঘন।

এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বাবা-মায়ের সম্মতি ছাড়া শিশুদের কোনও ধর্মীয় শিক্ষায় অংশ নিতে বাধ্য করতে পারে না।

কমিশন বলেছে, প্রতিষ্ঠান হিসাবে মাদ্রাসাগুলি প্রাথমিকভাবে শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের জন্য দায়বদ্ধ এবং এটিও জানা গেছে যে সরকার কর্তৃক অর্থায়িত বা স্বীকৃত মাদ্রাসাগুলি শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি কিছু পরিমাণে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করছে। কমিশনের চেয়ারপার্সন প্রিয়াঙ্ক কানুনগো বলেন, শিশু অধিকার সংস্থা গত এক বছর ধরে সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে মাদ্রাসায় যাওয়া বা মাদ্রাসায় বসবাসকারী হিন্দু ও অন্যান্য অমুসলিম শিশুদের চিহ্নিত করতে এবং তাদের স্থানান্তরিত করে স্কুলে ভর্তি করতে বলে আসছে।

কমিশন সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে "সমস্ত অস্বীকৃত মাদ্রাসাগুলির ম্যাপিং করে সেখানে ভর্তি হওয়া শিশুদের মৌলিক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করতে" বলেছে। তবে রাজ্যগুলির ক্রমাগত অবহেলার কারণে পদক্ষেপের অভাবের কারণে এনসিপিসিআর বুধবার ১১ টি রাজ্যের মুখ্য সচিবদের সমন জারি করেছে এবং এই বিষয়ে ব্যাখ্যা চেয়েছে বলে এনসিপিসিআর জানিয়েছে। হরিয়ানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, গোয়া, ঝাড়খণ্ড, কর্নাটক, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, মেঘালয় এবং তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রীদের তলব করা হয়েছে।

এনসিপিসিআর-এর সমনের কপি অনুসারে, প্রধান সচিবদের কমিশনের সামনে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে এবং মাদ্রাসাগুলি সম্পর্কে "পদক্ষেপ না নেওয়া" এবং বিশদ বিবরণ চাওয়া হয়েছে। হরিয়ানা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ের মুখ্যসচিবদের ১২ জানুয়ারি এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ও গোয়ার মুখ্যসচিবদের ১৫ জানুয়ারি তলব করা হয়েছে।

ঝাড়খণ্ডের মুখ্যসচিবকে ১৬ জানুয়ারি এবং কর্নাটক ও কেরলের মুখ্যসচিবকে ১৭ জানুয়ারি তলব করা হয়েছে। মধ্যপ্রদেশ, মেঘালয় ও তেলেঙ্গানার মুখ্যসচিবদের ১৮ জানুয়ারি তলব করা হয়েছে

উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ৮ ডিসেম্বর জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন প্রিয়াঙ্ক কানুনগো সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মুখ্যসচিবকে নির্দেশিকায় ((D.O No: ND 861/2022-23/RTE/CP/DD809) জানতে চান সে রাজ্যে সরকারি অর্থ সাহায্য পাওয়া তথা সরকার অনুমোদিত মাদ্রাসাগুলিতে যে সমস্ত হিন্দু ও অমুসলিম পড়ুয়া অধ্যয়ন রত তাদেরকে যেন স্কুলে ভর্তি করা হয়। ওই নির্দেশিকার ৩ নম্বর পয়েন্টে বলা হয়েছে, 'উল্লেখ্য, বর্তমানে সারা দেশে বিভিন্ন রাজ্য/ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বেশ কিছু শিশু রয়েছে যারা মাদ্রাসার মতো প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করে। কমিশন সূত্রে জানা গেছে, মাদ্রাসা তিন ধরনের হয়। "স্বীকৃত মাদ্রাসা", "অস্বীকৃত মাদ্রাসা" এবং "ম্যাপবিহীন মাদ্রাসা"। মাদ্রাসা, প্রতিষ্ঠান হিসাবে, প্রাথমিকভাবে শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের জন্য দায়বদ্ধ। তবে এটাও জানা গেছে যে, যেসব মাদ্রাসা সরকার কর্তৃক অর্থায়িত বা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত, তারা শিশুদের ধর্মীয় এবং কিছু পরিমাণে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করছে। ৪ নম্বর পয়েন্টে বলা হয়েছে, '৪. বিভিন্ন উৎস থেকে কমিশন কর্তৃক প্রাপ্ত বিভিন্ন অভিযোগ পর্যালোচনা করে উল্লেখ করা হয়েছে,অমুসলিম সম্প্রদায়ের শিশুরা সরকারি অর্থায়নে/স্বীকৃত মাদ্রাসায় পড়াশোনা করছে। এছাড়াও, কমিশন আরও জানতে পেরেছে যে কিছু রাজ্য/ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সরকার/ সংস্থা তাদের বৃত্তিও দিচ্ছে। এটি সংবিধানের ২৮৩ নং অনুচ্ছেদের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন এবং লঙ্ঘন, যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে পিতামাতার সম্মতি ব্যতীত শিশুদের কোনও ধর্মীয় শিক্ষায় অংশ নিতে বাধ্য করতে নিষেধ করে।'

৬ নম্বর পয়েন্টে বলা হয়, 'আপনার রাজ্য/ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে অমুসলিম শিশুদের ভর্তি করা সমস্ত সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত / স্বীকৃত মাদ্রাসাগুলির একটি বিশদ তদন্ত পরিচালনা করুন। তদন্তে এই ধরনের মাদ্রাসায় অংশগ্রহণকারী শিশুদের শারীরিক যাচাইকরণ অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, তদন্তের পরে, এই জাতীয় সমস্ত শিশুকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য স্কুলে ভর্তি করা উচিত। আপনার রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সমস্ত মানচিত্রবিহীন মাদ্রাসার ম্যাপিং করা এবং তাৎক্ষণিকভাবে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য যে কোনও / সমস্ত শিশুকে স্কুলে ভর্তি করা।

সাত নম্বর পয়েন্টে বলা হয়, 'এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের পর অ্যাকশন টেকেন রিপোর্টের একটি অনুলিপি শেয়ার করা যেতে পারে। রেকর্ড ও উপযুক্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য ৩০ দিনের মধ্যে কমিশনের সাথে যোগাযোগ করুন।' তবে, যে ১১টি রাজ্যকে নোটিশ পাঠিয়েছে তার মধ্যে নেই বাংলা। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে সরকার পোষিত মাদ্রাসায় পড়া নিয়ে হিন্দু মুসলিমের মধ্যে কোনও বৈষম্য নেই। তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত চারটি হাই মাদ্রাসায় হিন্দু ছাত্রছাত্রীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

ভর্তি চলিতেছে ভর্তি চলিতেছে

মদিনা মিশন

Regd. No. 1033/00241

চৌহাটি মদিনা নগর, মুসলিম পাড়া, পোস্ট: চৌহাটি, থানা: সোনারপুর, কলকাতা-৭০০১৪৯

পাঠক্রম প্রথম শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত

ভর্তি চলিতেছে প্রথম শ্রেণী হইতে নবম শ্রেণী পর্যন্ত

প্রথম শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত গরিব, এতিম অসহায় ছাত্রদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের সিলেবাস অনুযায়ী পড়ানো হয়। সরকারি সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়। সাথে সাথে দ্বীনি শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। বিনামূল্যে খাবার, বস্ত্র, চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে। আরবি স্তরের (আরবি হিফজ, কাফিয়া জামাত পর্যন্ত) শিক্ষা সাথে সাথে পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের সিলেবাস অনুযায়ী পড়ানো হয়। চার বার খাবারের ব্যবস্থা আছে। সপ্তাহে পাঁচ দিন আমিষ এবং দুই দিন নিরামিষ হয়।

ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্ররা শীঘ্রই যোগাযোগ করুন:

৯৮৩০৪ ০১০৫৭

সম্পাদক
মাওলানা ইমাম হোসেন মাযাহারী

প্রেসিডেন্ট
মুফতি লিয়াকত আলি

পথ নির্দেশ: বাসে, অটোয় গড়িয়া, কামালগাজি, সোনারপুর, বারুইপুর হইতে মালঞ্চ ফাঁড়ি নেমে কিংবা ট্রেনে ডায়মন্ডহারবার, লক্ষ্মীকান্তপুর, বারুইপুর লোকালে মল্লিকপুর নেমে রিকশায় বা হাঁটা পথে ১০ মিনিট দক্ষিণ চৌহাটি মদিনা নগর মিশন।

স্বপ্ন পূরণের সেরা প্রতিষ্ঠান

NABABIA MISSION
(An Educational Welfare Trust)

নাবাবীয়া মিশন

মাইনান, খানাকুল, হুগলী, পিন - ৭১২ ৪০৬

ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির ফর্ম দেওয়া হচ্ছে
বিজ্ঞান ও কলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য

ভর্তি পরীক্ষার তারিখ :
২৫ শে ফেব্রুয়ারি ২০২৪, রবিবার

Email : nababiamission786@gmail.com

Follow Us : Sk Sahid Akbar

97320 86786

প্রথম নজর

ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডে ‘মানবতা’র জুলফিকার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: সমাজসেবার স্বীকৃতি হিসেবে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ড-২০২৩ এ জায়গা করে নিল মানবতা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও সাধারণ সম্পাদক জুলফিকার আলী পিয়াদা । বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে সেবা কর্মসূচির জন্য সর্বভারতীয় ওই সংস্থা ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ড পুরস্কারে তাকে সম্মানিত করে । জানা গিয়েছে জুলফিকার আলী পিয়াদা দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুল্পী ব্লকের ঢোলা গ্রামপঞ্চায়েতের লক্ষীনারায়নপুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি আল আমীন মিশন এর প্রাক্তনী ও কর্মসূত্রে আল-আমীন মিশন এ কর্মরত ।

জুলফিকার আলী পিয়াদা ‘মানবতা’ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পথচলা শুরু হয় ২০২২ এর ১ লা সেপ্টেম্বর । শিক্ষা স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সামাজিক ক্ষেত্রে কাজ করে চলেছে সংস্থাটি । শিক্ষা ক্ষেত্রে মানবতা যেমন দুস্থ মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষা সরঞ্জাম, স্কলারশিপের ব্যবস্থা করে, তেমনি এতিম ও প্রান্তিক পরিবারের সন্তানদের শিক্ষা সরঞ্জামের ব্যবস্থা করে। পেশাভিত্তিক প্রবেশিকা পরীক্ষা যেমন প্রাইমারি টেট এর জন্য ফ্রি কোচিং এর বন্দোবস্ত করে । স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে মানবতা ‘মানবতা ব্লাড ফাইটার’ নামে তাদের রক্ত সম্বন্ধীয় শাখার মাধ্যমে বাংলার বিভিন্ন জায়গায় রক্তের চাহিদা মেটানোর চেষ্টা করে এবং আপৎকালীন ডোনারের বন্দোবস্ত করে। পাশাপাশি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে হেলথ ক্যাম্প এর ব্যবস্থা করে যেখানে ডাক্তাররা বিনামূল্যে রোগী দেখেন। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে মুমূর্ষ রোগীর জন্য তহবিল সংগ্রহ করে রোগীর পাশে দাঁড়ায় । অন্যান্য সামাজিক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক দুর্যোগে, শীতকালে, বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব যেমন ঈদ, দুর্গাপূজা, বড়দিন বিশেষ সময় অসহায়দের মুখে হাসি ফোটাতে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করে । মানবতা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা রাজ্যজুড়ে কাজ করে চলেছে পাশাপাশি রাজ্যের বাইরেও ইতিমধ্যেই একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে ।

টেন্ডারে স্বজনপোষণের অভিযোগে প্রধানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে টেন্ডারে স্বজনপোষণের অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখালেন ঠিকাদাররা। ঘটনাটি রতুয়া থানার বিলাইমাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে। তৃণমূল পরিচালিত রতুয়ার বিলাইমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সিতুকণা মন্ডল। বিক্ষোভকারী ঠিকাদারদের অভিযোগ, বিলাইমাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের তরফে সরকারি কাজের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। টেন্ডারের কাগজপত্র জমা দেওয়ার যাবতীয় কাজকর্ম করা হয়েছিল। বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে টেন্ডার ওপেন করেননি প্রধান। নিজেদের ঠিকাদারদের সেই কাজ পাইয়ে দিতে এই ধরনের চক্রান্ত করছেন প্রধান বলে অভিযোগ। ঘটনায় পঞ্চায়েতে প্রধান সহ অন্যান্য সরকারি কর্মীদের না পেয়ে ঠিকাদারের বৃহস্পতিবার ক্ষোভ বিক্ষোভের শামিল হন।গোটা ঘটনায় ব্লক প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন বিক্ষোভকারী ঠিকাদারেরা।

পঞ্চায়েতের প্রধান সিতুকণা মন্ডলের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানিয়েছেন, শারীরিক চিকিৎসার জন্য তিনি বর্তমানে কলকাতায় রয়েছেন। টেন্ডার ওপেন করার কোন দিন ধার্য করা হয়নি এখনো। যে সমস্ত অভিযোগ তোলা হচ্ছে সমস্তটাই ভিত্তিহীন অভিযোগ।

প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তার বেহাল অবস্থা, উদাসীন প্রশাসন

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: বামনগোলা ব্লকের মদনাবতী গ্রামপঞ্চায়েতের, ফরিদপুর মোড় হইতে গুপিডাঙ্গার এস এস কে শিশু শিক্ষালয় পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তার বেহাল অবস্থা। বারবার প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়ে কোন সুরা হয়নি বলে অভিযোগ। রাস্তার মোড়ে বোড লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে কাজ করার এছাড়াও বোড ভেঙ্গেও দেওয়া হয় অভিযোগ এলাকাবাসীর।

৩৪ লাখ ৪৫ হাজার ২১২ টাকার এন আর জি এস প্রকল্পের পঞ্চায়েত সমিতির এই রাস্তাত কাজ শুরু হয়েছিল ২০২২ সালে ২০২৩ পার হয়ে গেলেও রাস্তার কাজ হয়নি বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। এই রাস্তার জন্য পথ অবরোধ করা হয় শুধু আসতাছি মিলেছে রাস্তা হয়নি। এই বিষয় নিয়ে, বামনগোলা বিডিও কাছে লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে বেশ কয়েকবার তবুও রাস্তার কাজ হয়নি। এই নিয়ে দিন সকাল থেকে ওই রাস্তার উপরে দারিয়ে বিক্ষোভ দেখা যায় গ্রামবাসীরা।

এই বিষয়ে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পারুল কুজুর বলেন এই বিষয়ে আমার সঠিক জানা নেই যদি রাস্তার কাজটি না হয়ে থাকে আমরা খুব শীঘ্রই এই রাস্তার কাজটি করা হয় তা দেখব।অন্যদিকে বিজেপির তরফে হবিবপুর মন্ডল ১এর সাধারণ সম্পাদক অজয় রায় বলেন, দুর্নীতিতে ভরে গিয়েছে এই সরকার সাধারণ মানুষের টাকা আফসোস আত্মসাৎ করছে নিজেদের পকেট ভরছে সাধারণ মানুষের জন্য রাস্তা জুটছে না। বামন গোলা ব্লকের বিডিও রাজু কুন্ডু বলেন এই রাস্তা এনআরজিএস প্রকল্পের বর্তমানে বরাদ্দ টাকা নেই যদি রাস্তা কাজ বন্ধ হয়ে থাকে আমার কাছে সঠিক খবর নেই আগামীতে চালু করা হবে এন আর জি এস এর টাকা না থাকায়হয়তো কাজ বন্ধ হয়েছে যদি এরকম কোন সমস্যা থাকে তাহলে, অন্য কোন ফান্ড থেকে রাস্তার কাজ শুরু করা হবে।

মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ উন্নয়নে সেরা হুগলি জেলা পরিষদ

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: আগামী ২০ তারিখে মালদহে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিভাগ উন্নয়নে সেরা হওয়ার পুরস্কার পাবে হুগলি জেলা পরিষদ, হুগলি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান রঞ্জন ধারা ও কর্মাধ্যক্ষ নির্মাল্য চক্রবর্তী এই তথ্য জানিয়েছেন। এই পুরস্কার পেতে মালদহে গিয়ে পুরস্কার গ্রহণ করবেন জেলা পরিষদের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিভাগের প্রধান নির্মাল্য চক্রবর্তী। এই পুরস্কার প্রদান করবেন প্রাণী সম্পদ ও প্রাণী স্বাস্থ্য পরিচালক। হুগলি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিভাগে ২০২২-২৩-এর ভিত্তিতে এই পুরস্কার পাবে। হুগলি জেলাকে মুরগি ও হংস বিতরণের ক্ষেত্রে সেরা ঘোষণা করা হয়েছে। দুধ উৎপাদনে এর অবস্থানে তৃতীয়। হাঁস-মুরগির খামারের জন্য দ্বিতীয় স্থানে। কৃত্রিম প্রজননের ক্ষেত্রেও হুগলি জেলা তৃতীয় স্থানে রয়েছে। কৃত্রিম প্রজনন কর্মীদের ক্ষেত্রেও হুগলি জেলা তৃতীয় স্থানে রয়েছে। এই ভাবে সামগ্রিক পারফরম্যান্সে এক নম্বরে উঠেছে হুগলি জেলা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

রবীন্দ্র সদনে কবিতা উৎসবের সূচনা

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: বৃহস্পতিবার রবীন্দ্র সদনের একতারা মঞ্চ এ কবিতা উৎসবের উদ্বোধন হল।

উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী ব্রাত্য বসু, মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত,কথা সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, ব্রততী বন্দোপাধ্যায় ও কবি সুবোধ সরকার। এবার আবুল কাশেম রহিম উদ্দিন সম্মাননা পেলেন কবিতা মৌলী দাশগুপ্ত, বাচিক শিল্পী সৌমেন চট্টোপাধ্যায় নীলাদ্রি শেখর বসু সম্মান পেয়েছেন।কবি সব্যসাচী সরকার কে প্রদান করা হয় বিজয় মজুমদার সম্মাননা।লেখক যশোধরা রায় চৌধুরী পেয়েছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্মান।কবি গৌতম চৌধুরী পেয়েছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্মান।বিজয় লক্ষ্মী বর্মন কে সম্মানিত করা হয় কাজি সব্যসাচী সম্মান ও দেবী প্রশাদ বন্দোপাধ্যায় সম্মান পেলেন জীবনানন্দ দাস সম্মান।লেখক হিসাবে সম্মানিতরা পাবেন এক লক্ষ টাকা।

ড্রাইভারদের বিক্ষোভ মিছিল কেন্দ্রের বিরুদ্ধে

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: কেন্দ্রীয় সরকারের কালা কানুনের প্রত্যাহারের দাবিতে ব্যাপক বিক্ষোভে শুরু করেছে । পণ্য পরিবহনে ও অন্যান্য পরিষেবায় তাদের গুরুত্ব বুঝিয়ে দিয়েছে । গতকাল থেকে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় শুরু হয়েছে ড্রাইভার দের আন্দোলন। দ্বিতীয় দিনেও সেই আন্দোলন এর অংশ হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ প্রদর্শন ও ধিক্কার মিছিল করা হয়। রায়না থানার অন্তর্গত বাঁকুড়া মোড় থেকে বর্ধমান শহরের তেলিপুকুর পর্যন্ত একটি ধিক্কার মিছিল করা হয় অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে।

তেলিপুকুরে সাংবাদিক সম্মেলন করেন অল ইন্ডিয়া ড্রাইভার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি আজহার মন্ডল ।তিনি বলেন একজন গাড়ির চালক রাস্তার উপর চলা একটা সাপ বা ব্যাংকে মারতে চায় না দুর্ঘটনা ঘটে যায় মুহূর্তের মধ্যে। কিন্তু তা বলে দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর সেই গাড়ির চালক কে আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা সম্ভব হবে না কারণ পাবলিক ক্ষিপ্ত থাকে । দুর্ঘটনা ঘটলে ড্রাইভারের উপর নির্মম অত্যাচার হতে পারে সেই কথা ভাবনা চিন্তা করেই বেশিরভাগ সময়ই চালকরা পালিয়ে যান। এবং পালিয়ে যাওয়ার জন্য দশ বছর জেল এবং ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা,এটা কি ধরনের ভাবনাচিন্তা। একজন ড্রাইভার সারা দিনরাত পরিশ্রম করে। সমস্ত ড্রাইভার রায় মানুষের জন্য যানবাহন পরিষেবা দেন সাথেই সমস্ত পণ্য পরিবহন করে দেশ কে সচল রাখেন । এই কালা আইন কেন্দ্র সরকার আনতে চলেছে তার বিরোধিতা প্রত্যেকটি ড্রাইভার করবে ।

ডাক্তারি রেজিস্ট্রেশন নম্বর জাল করে নার্সিংহোমে যোগ দিতে গিয়ে ধৃত

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: কলকাতার এক ডাক্তারের ডাক্তারি রেজিস্ট্রেশন নম্বর জাল করে মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে যোগদান করতে এসে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার এক ভুয়ো ডাক্তার। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থানার ধুলিয়ানে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ওই ভুয়ো ডাক্তারের নাম অরবিন্দকুমার গুপ্তা। তার বাড়ি উত্তর ২৪ পরগণা। বৃহস্পতিবার ধৃত ওই ভুয়ো ডাক্তারকে জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে পাঠায় সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, অরবিন্দকুমার গুপ্তা নামে জগদ্দলের এক ব্যক্তি কলকাতার এক ইএনটি স্পেশালিস্টের রেজিস্ট্রেশন নম্বর জাল করে ফরাক্কার একটি নার্সিংহোমে বেশ কয়েক বছর ধরে ডাক্তার হিসেবে রোগী দেখছিলেন। অরবিন্দ নিজেকে ডিগ্রিধারী চিকিৎসক হিসেবে পরিচয় দিতেন। কিন্তু জানা গিয়েছে, কলকাতার চিকিৎসক অরবিন্দকুমার গুপ্তার ডকুমেন্ট ও ডাক্তারী ডিগ্রি জাল করে ডাক্তারী করতেন ওই চিকিৎসক। বুধবার ফরাক্কার সেই নার্সিংহোম ছেড়ে অরবিন্দকুমার সামশেরগঞ্জ থানার ধুলিয়ানের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে আরএমও হিসেবে যোগদান করার জন্য আবেদন করেন। তখনই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ সেই ডাক্তারের কাছে রেজিস্ট্রেশন নম্বর দেখতে চান। কিন্তু উনি রেজিস্ট্রেশন নম্বরের যে কাগজটি দেখান সেটা দেখেই কার্যত সন্দেহ হয় নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের। তারপরেই রেজিস্ট্রেশন নম্বরের সত্যতা যাচাই করতেই বেড়িয়ে আসে আসল রহস্য। ওই ডাক্তার আসলে কলকাতার একজন বিখ্যাত ইএনটি স্পেশালিস্টের রেজিস্ট্রেশন নম্বর জাল করে প্রাকটিস করছিলেন। তারপরেই বিষয়টি সামশেরগঞ্জ থানাকে জানানো হয়। বুধবার সন্ধ্যাতেই ওই ভুয়া ডাক্তার অরবিন্দ কুমার গুপ্তাকে আটক করে নিয়ে আসে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিস। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেপ্তার করা হয় তাকে।

নানা দাবিতে এসডিও দফতর সম্মুখে বিক্ষোভ

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: জাতীয় শিক্ষা নীতি বাতিল সহ বেশ কয়েকদফা দাবীতে মহকুমা শাসকের দফতরে বিক্ষোভ এসইউসিআই এর, জোর করে দফতরে প্রবেশের চেষ্টা করলে পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি জাতীয় শিক্ষা নীতি বাতিল, বকেয়া ডিএ প্রদান ও কৃষিক্ষেত্রে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল হ্রাস সহ ১৬ দফা দাবীতে এদিন বাঁকুড়া শহরে মিছিল করে এসইউসিআই। পরে এসইউসি আই কর্মীরা মহকুমা শাসকের দফতরে যান। সেখানে জোর করে পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে এসইউসিআই কর্মীরা মহকুমা শাসকের দফতরে ঢোকার চেষ্টা করলে পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। বেশ কিছুক্ষণ ধরে পুলিশের সাথে বিক্ষোভকারীদের ধাক্কাধাক্কি চলার পর এসইউসিআই কর্মীরা রণে ভঙ্গ দেন। পরে মহকুমা শাসকের দফতরের মূল গেট ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন এসইউসিআই কর্মীরা।

গঙ্গাসাগর মেলা ঢেলে সাজাচ্ছে স্বাস্থ্য দফতর

নকিব উদ্দিন গাজী ● সাগর

আপনজন: গঙ্গাসাগরে আসা পুণ্যার্থীদের হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে যাতে মৃত্যু না হয় তার জন্য অভিনব ব্যবস্থা গ্রহণ করলো এবারে স্বাস্থ্য দপ্তর। গঙ্গাসাগর মেলায় ভিনরাজ্য থেকে এসে যদি কেউ হৃদরোগে আক্রান্ত হয় তাহলে তার গোল্ডেন পিরিয়ডের মধ্যে যে ইনজেকশন এর প্রয়োজন তার ব্যবস্থা রাখছে স্বাস্থ্য দপ্তর গঙ্গাসাগর মেলা গ্রাউন্ডে। যার ঘন্টাখানেকের মধ্যেই এই ইনজেকশন দিলে অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠবেন পুণ্যার্থীরা। মূলত এই বহু মূল্যের ইনজেকশন গুলি কোন বড় হাসপাতাল অথবা কলকাতায় পাওয়া যেত। অনেক সময় দেখা গেছে ভিন রাজ্য থেকে আসা অনেক পুণ্যরর্থী হৃদরোগে আক্রান্ত হলে তাদের বড় হাসপাতাল অথবা কলকাতায় নিয়ে যেতে যেতে অনেক সময় মৃত্যু হয় তাই এবার স্বাস্থ্য দপ্তর পক্ষ থেকে এই বহু মূল্যের ইনজেকশান গুলি পর্যন্ত পরিমাণে ব্যবস্থা রাখছে গঙ্গাসাগর মেলা গ্রাউন্ডেই, কাকদ্বীপ হাসপাতাল ও ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে। মূলত এবছর বিগত বছরগুলোর তুলনায় রেকর্ড সংখ্যায় ভিড় হতে পারে গঙ্গাসাগর মেলায় এমনটাই মনে করছেন স্বাস্থ্য দপ্তর সেই কারণে যাতে পুরোন্যার্থীদের স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি না থাকে সেই কারণেই ঢেলে সাজানো হচ্ছে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে। বাবুঘাট থেকে গঙ্গাসাগর মেলা গ্রাউন্ড পর্যন্ত প্রত্যেকটি বাবার জন্য এ বছর থাকছে মেডিকেল টিম। ডায়মন্ড হারবার স্বাস্থ্য জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিক জয়ন্ত সুকুল বলেন গঙ্গাসাগর মেলার জন্য ৭৫৮ জন স্বাস্থ্যকর্মীকে বরাদ্দ করা হয়েছে যার মধ্যে ১০০ জন মেডিকেল অফিসার থাকবেন। এছাড়াও অস্থায়ী ১০০ বেডের ৫ টি হাসপাতাল, মেলা গ্রাউন্ডে পাঁচটি সিসিইউ বেড, জোকা থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত তাই হাসপাতালগুলির ১৮০০ বেডের মধ্যে ২৬০ টি বেড বরাদ্দ থাকবে পুণ্যার্থীদের জন্য। এছাড়াও ১৪ টি বাফার জোনের জন্য মেডিকেল অফিসার সহ মেডিকেল টিম থাকবেন। ৭৫ টি অ্যাম্বুলেন্স, এডভান্স লাইভ সাপোর্ট দশটি এম্বুলেন্স ও ১০২ এর ছটি অ্যাম্বুলেন্স বরাদ্দ করা হয়েছে পাশাপাশি তিনটি ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্স ও একটি এম্বুলেন্স রাখা হবে। এমনকি পুণ্যার্থীদের জন্য টেলিমেডিশনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

চালকদের বিক্ষোভ বাঘমুণ্ডিতে

জয়প্রকাশ কুইরি ● পুরুলিয়া

আপনজন: কেন্দ্রীয় সরকারের চালক আইন প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি গ্রহণ করলেন পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডির চালকরা। বৃহস্পতিবার সকালে বাঘমুন্ডি-বলরামপুর রাজ্য সড়কের উপর অযোধ্যা মোড়ে শতাধিক চালক বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। বাঘমুন্ডি “অল ড্রাইভার ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন “ এর সদস্যরা সকলে পথে নামেন। চালকদের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকার চালকদের বিরুদ্ধে যে আইন আনতে চলেছে তাতে গোটা দেশের চালক সমস্যায় পড়বে। দুর্ঘটনা ঘটে প্রাণ গেলে জেল জরিমানা ধার্য করা হচ্ছে। তাই প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন চালকরা। প্রায় দুই ঘন্টা ধরে চলে এই প্রতিবাদ বিক্ষোভ। পরে সেই বিক্ষোভ তারা নিজেরাই তুলে নেন। আগামীদিনে এই আইনটি কেন্দ্র সরকার যদি না বাতিল করেন তাহলে ওই আইনের বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলন করা হবে আগামীদিনে এমনটাই জানাচ্ছেন চার চাকা গাড়ির চালকরা। বৃহস্পতিবার এই কর্মসূচিতে ছিলেন বাঘমুন্ডি “অল ড্রাইভার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন” এর সভাপতি কল্যাণ প্রসাদ মুখার্জী, সহ সভাপতি কেদার কুমার, সম্পাদক রাজেশ্বর মাহাতো, কোষাধক্ষ সুবর্ণ কুমার মাঝি, জেলা সহ সভাপতি পরিতোষ মাহাতো প্রমুখ অন্যান্য সদস্যরা।

সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তি।নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি রোধ। সারের কালোবাজারি বন্ধ।চাষীর ফসলের লাভজনক দাম।কর্মক্ষম সমস্ত বেকারদের জন্য কাজ।সর্বনাশা জাতীয় ও রাজ্য শিক্ষানীতি বাতিল। বিদ্যুতের স্মার্ট মিটার লাগানো বন্ধ সহ রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আজ বৃহস্পতিবার রাজ্যের অন্যান্য জেলার মতোই বীরভূমের সদর শহর সিউড়ী ও রামপুরহাট শহর জুড়ে বিক্ষোভ মিছিল পরিচালিত হয় এস ইউ সি আই কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে। দুটি শহরজুড়ে স্লোগান মুখরিত সুসজ্জিত মিছিল নানা পথ পরিক্রমা শেষে সিউড়িতে জেলা শাসক ও রামপুরহাটে মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে দীর্ঘক্ষণ ধরে অবস্থান বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। এদিন এসইউসিআই (কমিউনিস্টে) বীরভূম জেলা কমিটির সম্পাদক মদন ঘটক সহ আয়েশা খাতুন, বিজয় দলুই, সুবর্ণ মাল, মানস সিংহ, ফরিদা ইয়াসমিন প্রমূখ নেতৃবৃন্দ বক্তব্যের মাধ্যমে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন দূর্নীতির বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন।রাজ্যে নানা সমস্যায় জর্জরিত জনগণের চরম দুর্দশার দিনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যেখানে আগামী লোকসভা ভোটকে সামনে রেখে কে কোথায় কিভাবে ভোটে জিততে পারে তার ঘুঁটি সাজাতে ব্যস্ত, সেখানে এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) পার্টি জনগণের বিভিন্ন দাবির সমর্থনে আন্দোলনের পথে অবতীর্ণ বলে সংগঠনের বক্তব্য। উল্লেখ্য গত ২০২৩ সালের ৪ ই ডিসেম্বর উপরিউক্ত দাবির প্রেক্ষিতে বিধানসভা গেটে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের উপরে বর্বর ভাবে পুলিশ ঘুসি লাথি মেরে টেনে হিঁচড়ে গ্রেফতার করেছিল।

অসুস্থ বৃদ্ধ বাবাকে বাসস্ট্যান্ডে ফেলে চলে গেল নিজেরই ছোট মেয়ে

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নিজের বৃদ্ধ অসুস্থ বাবাকে রানাঘাট থেকে প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার দুরে নবদ্বীপ স্বরূপ গঞ্জ ঘাট সংগ্লগ্ন বাসস্ট্যান্ডে ফেলে চলে গেছে তারই নিজের ছোট মেয়ে! শুধু এখানেই শেষ নয়অ স্থানীয় সুত্রে জানা যায় সেই মেয়ে নাকি আবার বাবাকে এটাও বলেছেন আমরা যে এখানে দিয়ে গেলাম কেউ যেন না যানে, এমনকি বৃদ্ধের যে মেয়ে আছে সেটাও নাকি জনসমক্ষে না বলে! কি ভবছেন এটাও আবার হয় নাকি!হ্যা এমনই এক নক্কার জনক অমানবিক ঘটনার সাক্ষী থাকল বছরের শুরুতেই সকলেই। স্থানীয় বাসিন্দা অরবিন্দ দাস বলেন, আমি পাস দিয়ে জাবার সময় স্থানীয়দের থেকে জানতে পারি এখানে এক বৃদ্ধকে কে বা কারা রেখে গেছেন, পরে স্বরূপ গঞ্জের উপপ্রধান সহ সকলের সাথে আলোচনা করে প্রথমে সোস্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করি ও প্রশাসনকেও জানাই। ওই বৃদ্ধ নিজের নাম কৃষ্ণ দেবনাথ বলেছেন। তার তিন মেয়ে আছে। ছোট মেয়ের নাকি তাদের বাড়ি রানাঘাট । লোকটির বাড়িও রানাঘাটের রামনগরে ছিল আগে। বৃদ্ধ তাকে জানিয়েছেন ছোট মেয়েই তাকে এখানে রেখে গেছেন। অরবিন্দ বাবু আরও জানান বর্তমানে ঐ বৃদ্ধ শারীরিক ভাবেও অসুস্থ, আমরা চেষ্টা করছি কোনভবে যদি তাকে চিকিৎসার ব্যাবস্থা করা যা কিনা। কৃষ্ণ দেবনাথও বলেন, ছোট মেয়েই তাকে এখানে রেখে গেছেন! সন্তান জন্মাবার পর থেকে কোলেপিঠে করে মানুষ করে মেয়েকে দিয়েছেন বিয়ে, বর্তমানে স্বামী পরিবার নিয়ে সংসার করছে মেয়ে,আর জন্মদাতা পীতার জায়গা এখন বাসস্ট্যান্ডের চাতাল। এই শীতে গঙ্গার পারে কনকনে ঠান্ডায় যেখান সাধারণ মানুষ দাড়াতে পারে না সেখানে রাতভোর ঠান্ডায় কষ্টে কাতরাচ্ছে এই বৃদ্ধ। অন্যদিকে এক মেয়ের স্বামীর সাথে আমরা যোগাযোগ করলে তিনি আমাদের জানান, মেয়েটির বাবা ছোট বেলায় তিন মেয়েকে রেখে রানাঘাট রামনগর সন্ন্যাসী বাজার এলাকার বাড়ি বিক্রি করে চলে যায় ৩০ বছর আগে। হঠাৎ একদিন মেয়েটির বাবা নাকি ব্লেট দিয়ে হাত কেটে ফেলার চেষ্টা করে ও তিনি বলেন এখানে তিনি থাকতে চায়না তাকে যেন নবদ্বীপ দিয়ে আসে নাহলে সে আত্মহত্যা করবে। তাই সেখানে দিয়ে আসা হয়।

প্রথম নজর

যুক্তরাষ্ট্রে মসজিদের সামনে ইমামকে গুলি করে হত্যা

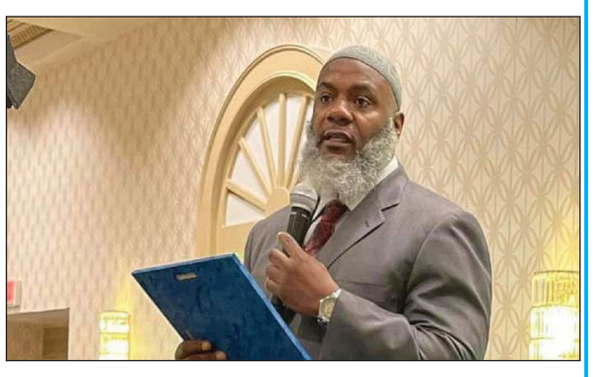

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে মসজিদের সামনে গুলি করে একজন ইমামকে হত্যা করা হয়েছে।

বুধবার (৩ জানুয়ারি) স্থানীয় সময় সকাল ছয়টায় নিউ জার্সি অঙ্গরাজ্যে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

কর্তৃপক্ষ জানায়, নিহত ইমাম হাসান শরিফ তার ব্যক্তিগত গাড়িতে ছিলেন। এসময় একাধিকবার তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়।

পুলিশ জানায়, হামলাকারীকে এখনও শনাক্ত করা যায়নি। এছাড়া হামলার কারণও এখন পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। হামলাকারীকে ধরতে অভিযান চালানো হচ্ছে।

নিউ জার্সির অ্যাটর্নি জেনারেল ম্যাট প্ল্যাটকিন বলেন, মসজিদের পাশে হাসান শরিফ গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর তাকে হাসপাতালে নেয়া হলে তিনি মারা যান।

প্ল্যাটকিন আরো বলেন, 'আমরা এখনো এ হামলার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানি না। তবে এখন পর্যন্ত যেসব আলামত সংগ্রহ করা হয়েছে, তাতে এটিকে বিরোধপূর্ণ কর্মকাণ্ড বলে মনে হচ্ছে না। এটিকে অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড বলেও মনে হয়নি।'

প্ল্যাটকিনের তথ্যমতে, নিউ জার্সিতে তিন লাখ মুসলিম আমেরিকানের বসবাস।

ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ শুরুর পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে মুসলিম ও ইহুদিবিদ্বেষী হামলার ঘটনা বাড়তে দেখা গেছে।

এসেক্স কাউন্টির কৌঁসুলি টেড স্টিফেনস বলেন, ইমাম হাসান শরিফের শরীরে একাধিক গুলির দাগ রয়েছে।

এ হামলাকে 'জঘন্য অপরাধ' উল্লেখ করে স্টিফেনস আরো বলেন, 'আমরা ইমামের পরিবারের জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করব।'

এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের পরিবহন নিরাপত্তাবিষয়ক প্রশাসন (টিএসএ) নিশ্চিত করেছে, শরিফ ২০১৬ সাল থেকে নিউআর্ক বিমানবন্দরে নিরাপত্তাকর্মী (সিকিউরিটি স্ক্রিনার) হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

যে মসজিদের সামনে হাসান শরিফ গুলিবিদ্ধ হয়েছেন, সেটির নাম মসজিদ মুহাম্মদ-নিউআর্ক। এটি দোতলা ভবন। কাউন্সিল অন আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশনসের (সিএআইআর) নিউ জার্সি শাখা প্রকাশিত ছবিতে দেখা গেছে, মসজিদটির সামনে পুলিশের গাড়ি মোতায়েন করা হয়েছে।

সিএআইআরের দেওয়া এক বিবৃতিতে শরিফকে 'নেতৃত্ব ও মাহাত্ম্যের বাতিঘর' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

মদিনার নতুন গভর্নর প্রিন্স সালমান বিন সুলতান

আপনজন ডেস্ক: প্রিন্স সালমান বিন সুলতান সৌদি আরবের মদিনা অঞ্চলের নতুন গভর্নর নিযুক্ত হয়েছেন। এর আগে সেখানে গভর্নর ছিলেন ফয়সাল বিন সালমান আল সৌদ। গত ২৭ ডিসেম্বর প্রিন্স সালমান দেশটির বাদশাহ সালমানের কাছে গভর্নর হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। এরপর ১ জানুয়ারি তিনি নিজ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মদিনায় তাঁকে স্বাগত জানান বাদশাহর উপদেষ্টা প্রিন্স ফয়সাল, মদিনা অঞ্চলের ডেপুটি আমির প্রিন্স সৌদ বিন খালিদ আল-ফয়সালসহ জ্যেষ্ঠ সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তারা।

মদিনার গভর্নর হিসেবে প্রিন্স সালমান প্রথমবার পবিত্র মসজিদ-ই-নববী পরিদর্শন করেন এবং রওজা শরিফে নামাজ পড়েন। এ সময় তাঁকে স্বাগত জানান মক্কা ও মদিনার পবিত্র দুই মসজিদের ধর্মবিষয়ক প্রধান শায়খ ড. আবদুর রহমান আস-সুদাইস ও মসজিদ-ই-নববীর ধর্মবিষয়ক উপপ্রধান ড. মুহাম্মদ আল-খুদাইরি।

প্রিন্স সালমান ১৯৭৬ সালে সৌদি আরবের দাহরান অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। দেশটির সর্বশেষ সাবেক ক্রাউন প্রিন্স সুলতান বিন আবদুল আজিজ ছিলেন তাঁর পিতা। তিনি কিং আবদুল আজিজ মিলিটারি কলেজ থেকে সামরিক বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি নেন। প্রিন্স সালমান মদিনার গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালনের আগে সৌদি আরবের উপপ্রতিরক্ষামন্ত্রী ও ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সহকারী মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করেন। তা ছাড়া তিনি হাউস অব সৌদির সদস্য হিসেবে রয়েছেন।

শিকাগোর ইসলামি সম্মেলনে শামিল ৪০ হাজার মুসলিম

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোতে ২২তম বার্ষিক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৮ থেকে ৩০ ডিসেম্বর ম্যাককরমিক কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত তিন দিনের এই সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা থেকে ৪০ হাজারের বেশি মানুষ অংশ নেয়।

'অ্যাট দ্য ক্রসরোডে : ফেইথ, ভিশন অ্যান্ড রিসাইল্যান্স' শীর্ষক এই কনভেনশনের আয়োজন করে মুসলিম আমেরিকান সোসাইটি ও ইসলামিক সার্কেল অব নর্থ আমেরিকা। শিশু-কিশোর, তরুণ ও বয়স্ক সব বয়সীর জন্য নানা আয়োজন ছিল।

এতে বক্তব্য দেন ড. উমর সুলাইমান, শায়খ শুয়াইব ওয়াব, ড. ডালিয়া মুজাহিদ ও শায়খ ড. ইয়াসির কাদি।

ইসলামী জ্ঞান, স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক পরিষেবার উন্নতি, সামাজিক কার্যক্রমসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁরা আলোচনা করেন।

আমেরিকান মুসলিমদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি, পারস্পরিক যোগাযোগ সুদৃঢ় করা, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক জোরদার করা এবং বিরাজমান সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেওয়াই এই প্ল্যাটফরমের প্রধান লক্ষ্য।

এবারের সম্মেলনে গাজায় হত্যাকাণ্ড বন্ধে যুদ্ধবিরতির পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হওয়ায় প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে আসন্ন নির্বাচনে ভোট না দেওয়ার ঘোষণা করা হয়।

বাইডেনের পুর্ননির্বাচন রোধে হ্যাশট্যাগ এব্যান্ডন বাইডেন এরই মধ্যে ৫০টি রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। এর মধ্যে ওই ৯টি রাজ্য রয়েছে, যেখানকার আরব মুসলিমদের ভোট গত নির্বাচনে বাইডেনের বিজয়ে ভূমিকা রেখেছে।

মুসলিম আমেরিকান সোসাইটি (এমএএস) ও ইসলামিক সার্কেল অব নর্থ আমেরিকা (আইসিএনএ) ২০০১ সাল থেকে ডিসেম্বরের শীতকালীন ছুটিতে উত্তর আমেরিকার সর্ববৃহৎ এই সম্মেলনের আয়োজন করে থাকে। প্রথম বছর এই সম্মেলনে মাত্র এক হাজার ৫০০ লোক অংশ নেয়। ২০১৯ সালে এতে ২৫ হাজারের বেশি লোক অংশ নেয়। ২০২২ সালের এ সম্মেলনে ৩০ হাজারের বেশি মানুষ অংশ নেয়।

ভয়াবহ হামলায় ইসরায়েল ও আমেরিকাকে দায়ী করছে ইরান

আপনজন ডেস্ক: ইরানে জোড়া বিস্ফোরণের জন্য ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রকে দায়ী করেছে দেশটি। ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোরের (আইআরজিসি) অভিজাত শাখা কুদস ফোর্সের সাবেক প্রধান কাশেম সোলাইমানির চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে এই জোড়া বিস্ফোরণে প্রায় একশো মানুষের প্রাণহানি ঘটে।

একইসঙ্গে এই বিস্ফোরণকে 'সন্ত্রাসী হামলা' বলেও অভিহিত করেছে পশ্চিম এশিয়ার এই দেশটি। বৃহস্পতিবার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম এএফপি।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইরানের দক্ষিণাঞ্চলে বুধবার দুটি বোমা হামলায় ৯৫ জন নিহত হওয়ার ঘটনায় ইসরায়েল এবং যুক্তরাষ্ট্রকে দায়ী করেছে তেহরান। গাজায় ইসরাইল-হামাস যুদ্ধ এবং মঙ্গলবার লেবাননে হামাসের একজন সিনিয়র নেতার হত্যাকাণ্ডে মধ্যপ্রাচ্যের উচ্চ উত্তেজনার মধ্যেই এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে এবং এটিকে রাষ্ট্রীয় মিডিয়া এবং আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ 'সন্ত্রাসী হামলা' হিসাবে চিহ্নিত করেছে।

প্রাণঘাতী এই হামলার দায় এখনও কেউ স্বীকার করেনি। তবে এই হামলা মধ্যপ্রাচ্যের এই অঞ্চলে আরও বিস্তৃত সংঘাতের আশঙ্কার জন্ম দিয়েছে। একইসঙ্গে এই হামলা বিশ্ববাজারেও জোরালো ঝাঁকুনি দিয়েছে যেখানে তেলের দাম তিন শতাংশের বেশি বেড়েছে এবং হামলার বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী নিন্দার সৃষ্টি হয়েছে।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসির রাজনৈতিক ডেপুটি মোহাম্মদ জামশিদি বলেছেন, 'ওয়াশিংটন বলেছে- ইরানের কেরমানে সন্ত্রাসী হামলায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের কোনও ভূমিকা ছিল না। সত্যিই? শেয়াল প্রথমে নিজের কোলের গন্ধ পায়।' তিনি আরও বলেন, কোনো ভুল করবেন না। এই অপরাধের দায়ভার যুক্তরাষ্ট্র এবং ইহুদিবাদী শাসকদের (ইসরায়েল)। সন্ত্রাসবাদ শুধুমাত্র তাদের একটি হাতিয়ার। যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য এর আগে এই ধরনের যে কোনও গুঞ্জন প্রত্যাখ্যান করেছে যে, তারা বা তাদের মিত্র ইসরায়েল এই ঘটনায় জড়িত। আর ইসরায়েল এই হামলার বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছে। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেছেন, 'যুক্তরাষ্ট্র কোনোভাবেই এই ঘটনায় জড়িত নয়... আমাদের বিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই যে, এই বিস্ফোরণে ইসরায়েল জড়িত রয়েছে।' বিস্ফোরণের বিষয়ে জানতে চাইলে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর মুখপাত্র ড্যানিয়েল হাগারি বলেছেন: 'আমরা হামাসের সাথে লড়াইয়ের দিকে মনোনিবেশ করছি।' ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি হামলার জন্য দেশের 'অশুভ ও অপরাধী শত্রুদের' দায়ী করেছেন এবং একইসঙ্গে 'কঠোর জবাব' দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এছাড়া প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি বৃহস্পতিবার তার তুরস্ক সফর বাতিল করেছেন এবং 'জঘন্য' অপরাধের নিন্দা করে ইরানে বৃহস্পতিবার জাতীয় শোক দিবস ঘোষণা করেছেন।

গাজায় গণহত্যা হয়নি, দাবি যুক্তরাষ্ট্রের

আপনজন ডেস্ক: প্রায় তিন মাস ধরে গাজায় সর্বাত্মক হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল। দেশটির সশস্ত্র বাহিনীর নির্বিচার বোমাবর্ষণ ও স্থল অভিযানে প্রাণ হারিয়েছেন ২২ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি। তা সত্ত্বেও, গাজায় ইসরায়েলের 'গণহত্যা' দেখছে না বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেছেন, গাজায় এই মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্র এমন কোনো কিছু দেখেনি যাকে গণহত্যা বলা যায়। জাতিসংঘের সর্বোচ্চ আদালতে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার 'গণহত্যার মামলা' বিষয়ে বুধবার এক প্রতিক্রিয়া তিনি এ কথা বলেন।

আগামী ১১ ও ১২ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক আদালত দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইসরায়েলের বক্তব্য শুনবে। দক্ষিণ আফ্রিকা চায়, গাজায় সামরিক তৎপরতা বন্ধ করতে অবিলম্বে যেন ব্যবস্থা নেয় আন্তর্জাতিক বিচারিক আদালত (আইসিজে)। যদিও এর আগে আন্তর্জাতিক ফোরামে একাধিক আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছে ইসরায়েল।

গণহত্যার অভিযোগ আনায় দক্ষিণ আফ্রিকার সমালোচনা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। পাশাপাশি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে দোষারোপকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েল সীমান্ত অতিক্রম করে হামলা করে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাস। ওই ঘটনায় এক হাজার ২০০ ইসরায়েলি নিহত হয়। এরপর থেকে হামলা অব্যাহত রেখেছে তেল আবিব।

১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের মুখপাত্র জন কিরবি এক সংবাদ সম্মেলনে বুধবার বলেন, দক্ষিণ আফ্রিকার এই মামলার কোনো ভিত্তি নেই।

অন্যদিকে পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যায়নে এ মুহূর্তে এমন কিছু দেখা যায়নি যাকে গণহত্যা বলা যায়।

তিনি আরো বলেন, গণহত্যা নিঃসন্দেহেই একটি ঘৃণ্য কাজ। এই ধরনের অভিযোগকে হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বিদেশিসহ সাড়ে ৯ হাজারের বেশি বন্দিকে মুক্তি দিল মায়ানমার

আপনজন ডেস্ক: স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে ৯ হাজার ৬৫২ বন্দিকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছে মায়ানমারের জান্তা সরকার। বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, ২০২১ সালে অভ্যুত্থানের সময় আটক হওয়া এসব বন্দিদের বৃহস্পতিবার (৪ জানুয়ারি) মুক্তি দেয় দেশটির সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণাধীন সরকার।

সরকারের স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কাউন্সিল এক বিবৃতিতে জানায়, দেশের ৭৬তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে তারা বিভিন্ন কারাগারের ৯ হাজার ৬৫২ বন্দির জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছে।

সাধারণ ক্ষমা পাওয়াদের মধ্যে ১১৪ জন বিদেশি বন্দিও রয়েছে।

বন্দিদের ক্ষমা ঘোষণার ব্যাপারে আর কোনো বিস্তারিত তথ্য দেওয়া সরকার। মায়ানমারের বাণিজ্যিক রাজধানী ইয়াঙ্গুনের ইনসেইন কারাগারের বাইরে আজ জড়ো হয়েছিলেন মুক্তিপ্রাপ্তদের আত্মীয়স্বজনরা।

বাইডেনের গাজা নীতির প্রতিবাদে বরিষ্ঠ শিক্ষা কর্মকর্তার পদত্যাগ

আপনজন ডেস্ক: টানা প্রায় তিন মাস ধরে ফিলিস্তিনের গাজায় নির্বিচারে হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল। এই হামলায় সরাসরি ইসরায়েলের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এমনকি যুদ্ধবিরতির বিরোধীতাও করে গাজায় আগ্রাসন চালাতে ইসরায়েলে দ্রুত অস্ত্র সরবরাহ করার পাশাপাশি দেশটি বিমানবাহী রণতরী পাঠিয়েছে।

অথচ গাজায় গণহত্যা, শিশু হত্যা, সাংবাদিক হত্যার মতো যুদ্ধাপরাধেও নীরব যুক্তরাষ্ট্র। এই পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের গাজা নীতির প্রতিবাদে পদত্যাগ করেছেন তার প্রশাসনের একজন জ্যেষ্ঠ শিক্ষা কর্মকর্তা।

জানা গেছে, গাজায় চলমান যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন প্রশাসনে ভিন্নমতের ব্যক্তিদের সরে যাওয়ার ঘটনাও ঘটছে।

বুধবার পদত্যাগ করা ওই জ্যেষ্ঠ মার্কিন কর্মকর্তার নাম তারিক হাবাশ। তিনি মার্কিন শিক্ষা বিভাগের পরিকল্পনা, মূল্যায়ন ও নীতি উন্নয়নের অফিসের বিশেষ সহকারী পদে ছিলেন। বুধবার শিক্ষামন্ত্রী মিগুয়েল কার্ডোনাকে লেখা এক চিঠিতে তারিক হাবাশ বলেন, এই (বাইডেন) প্রশাসন যখন নিরীহ ফিলিস্তিনিদের ওপর সংঘটিত নৃশংসতার বিষয়ে চোখ বন্ধ করেছে তখন আমি নীরব থাকতে পারি না। নেতৃস্থানীয় মানবাধিকার বিশেষজ্ঞরা গাজায় আগ্রাসনকে ইসরায়েলি সরকারের গণহত্যামূলক অভিযান বলে অভিহিত করেছেন।

তারিক হাবাশ একজন ফিলিস্তিনি-আমেরিকান এবং ছাত্র ঋণের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। ২০২১ সালে জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পর প্রথম দিকেই তাকে মার্কিন শিক্ষা বিভাগে নিয়োগ করা হয়েছিল।

এদিকে বাইডেনের নির্বাচনী প্রচারণার সঙ্গে যুক্ত ১৭ জন কর্মী বেনামী এক চিঠিতে গাজায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর করতে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

ওই কর্মীরা চিঠিতে লিখেছেন, নির্বাচনী প্রচারণা সঙ্গে যুক্ত স্বেচ্ছাসেবকরা দলে দলে পদত্যাগ করছেন। যেসব মানুষ গত কয়েক দশক ধরে ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে ভোট দিয়ে এসেছেন, তারা গাজায় চলমান সংঘাতের কারণে প্রথমবারের মতো আগের মতোই ভোট দেওয়া নিয়ে অনিশ্চিত বোধ করছেন।

বাইডেনের প্রচারণা দল অবশ্য তাৎক্ষণিকভাবে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি বলে জানিয়েছে রয়টার্স।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫২ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.১১ মি.

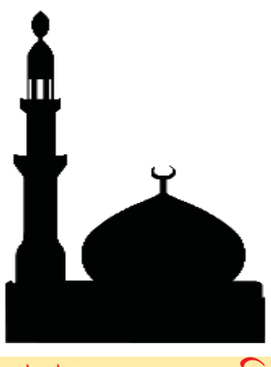

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫২	৬.১৮
যোহর	১১.৪৭	
আসর	৩.৩০	
মাগরিব	৫.১১	
এশা	৬.২৫	
তাহাজ্জুদ	১১.০২	

আবার মধ্যপ্রাচ্য সফরে যাচ্ছেন ব্লিঙ্কেন

আপনজন ডেস্ক: চলমান উত্তেজনার মধ্যেই চতুর্থ বারের মতো মধ্যপ্রাচ্য সফরে যাচ্ছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রওনা দেবেন তিনি। সফরের আওতায় ইসরায়েলও আছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক কর্মকর্তার বরাতে সংবাদমাধ্যম এএফপি জানিয়েছে, এই সফরে ইসরায়েল অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত কোনো তথ্য জানাননি তিনি।

এর আগের সফরেও বেশ কয়েকটি আরব দেশ পরিদর্শন করেছিলেন ব্লিঙ্কেন।

যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে তাইওয়ানের নাগরিকেরা!

আপনজন ডেস্ক: তাইওয়ানি মাইক্রোচিপ মোগল রবার্ট সাও তার সর্বশেষ মাল্টি-মিলিয়ন ডলারের উদ্যোগের কথা ঘোষণার সময় তার দেশ এবং সভ্যতার ভবিষ্যত রক্ষার সাহসী প্রতিশ্রুতিও দেন।

বুলেটপ্রুফ পোশাক পরে ৭৬ বছর বয়স্ক এই উদ্যোক্তা সম্ভাব্য হামলা থেকে তাইওয়ানকে রক্ষার জন্য ৩৩ লাখ 'বেসামরিক যোদ্ধাকে' প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করেন।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টি (সিসিপি) সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তাইওয়ানকে চীনা মূল ভূখণ্ডের সাথে একীভূতকরণ নিয়ে বাগামস্বড়তা বাড়িয়েছে, চাপ সৃষ্টি করছে।

চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং রোববার নববর্ষের বক্তৃতায় বলেন, চীন অবশ্যই একীভূত করবে, তাইওয়ান প্রণালীর উভয় পাড়ের চীনারা চীনা জাতির অভিন্ন উদ্দেশ্যে একত্রিত হবে।

ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে তাইওয়ান প্রণালীতে চীনের সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধির ফলে তাইওয়ানের অনেক সাধারণ নাগরিকই বিষয়টি নিজের হাতে তুলে নেয়ার কথা বলছেন।

সাওয়ের কুমা অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষণ চালু হওয়ার পর সিভিল ডিফেন্স কোর্সের চাহিদা ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে। আয়োজকেরা বলছেন, বেশিভাগ অংশগ্রহণকারীই নারী ও তরুণ মা-বাবা। তারা হামলা বা অবরোধের ক্ষেত্রে তাদের সন্তানদের পরিচর্যা নিয়ে উদ্বেগে রয়েছে।

নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করলেন কুয়েতের আমির

আপনজন ডেস্ক: কুয়েতের আমির শেখ মেশাল আল আহমাদ আল সাবাহ সে দেশের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ মোহাম্মদ সাবাহ আল সালেমকে নিয়োগ দিয়েছেন। রাজকীয় ডিক্রি অনুসারে আমির তাঁকে একটি নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের দায়িত্ব দিয়েছেন। দ্য ন্যাশনাল নিউজ বৃহস্পতিবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শেখ মেশালের উদ্বোধনী ভাষণের পর প্রয়াত আমিরের ছেলে ও বিদায়ি প্রধানমন্ত্রী শেখ আহমদ নওয়াফ আল আহমদ আল সাবাহ মন্ত্রিসভার পদত্যাগপত্র হস্তান্তর করেন, যেখানে তিনি 'জনগণ ও দেশের স্বার্থের ক্ষতি'র কথা উল্লেখ করে সমালোচনা করেছেন।

নতুন প্রধানমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আগে দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং উপপ্রধানমন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু দুর্নীতিবিরোধী প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করে ২০১১ সালে তিনি উভয় ভূমিকা থেকে পদত্যাগ করেন এবং এক দশকেরও বেশি সময় ধরে রাজনীতির বাইরে ছিলেন।

কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের সহকারী অধ্যাপক বাদের আল সাইফ বলেন, 'শেখ মোহাম্মদের সরকারে প্রত্যাবর্তন কিছু সময়ের জন্য একটি জনপ্রিয় দাবি ছিল। আমির তাঁর প্রথম বক্তৃতায় ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, নেতৃত্ব জনগণ থেকে দূরে নয়, তাদের কথা শুনছে। এটি তার একটি চমৎকার উদাহরণ।'

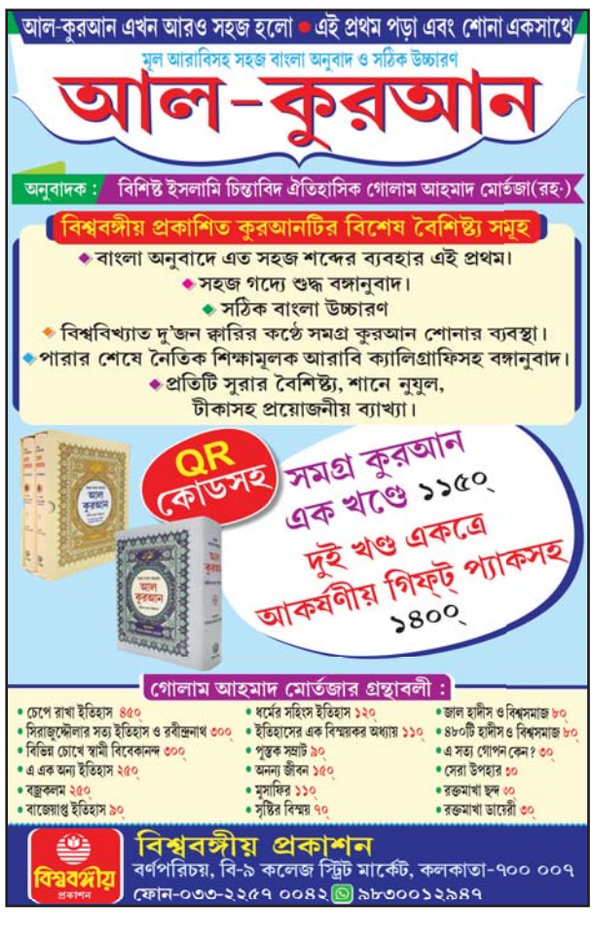

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ০৫ সংখ্যা, ১৯ পৌষ ১৪৩০, ২২ জমাদিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

সাবেক হুকুম বহাল

উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলিতে একশ্রেণির সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী রহিয়াছেন, যাহারা আমলাতান্ত্রিক নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করিয়া সকল সময় ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক বজায় রাখিতে চাহেন। ইহার উদ্দেশ্য নিজেদের ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত স্বার্থ রক্ষা করা। আবার একশ্রেণির রাজনৈতিক নেতাকর্মীও রহিয়াছেন, যাহারা সেই সকল আমলার সহিত বজায় রাখেন দহরম-মহরম সম্পর্ক। তাহারা যোগসাজশ করিয়া বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় অর্থ আত্মসাত্ করেন। ফলে দেশ ও জনগণের কল্যাণে যতটুকু কাজ হওয়ার কথা, তাহা হয় না। আবার যতটুকু কাজ হয়, তাহার মান ঠিক থাকে না। ইহা হইল নিচু স্তরের অনিয়ম ও দুর্নীতি। তবে উঁচু স্তরে যেইভাবে জনগণের অর্থ লোপাট করা হয়, তাহা তাহাদের ভাষায় বলিতে গেলে আরও আকর্ষণীয়। প্রকল্পের ব্যয় প্রথমে যাহা ধরা হয়, তাহা সম্পন্ন হইবার আগ পর্যন্ত তাহার মেয়াদ যেমন দফায় দফায় বাড়ানো হয়, তেমনি অর্থ বরাদ্দ তিন-চার গুণ বৃদ্ধি পায়। এই বাড়তি অর্থের ভাগবাঁটোয়ারা কীভাবে হয় এবং কত দূর পর্যন্ত যায়, তাহাও এই সকল দেশের সচেতন নাগরিকদের অজানা নহে। উন্নয়নশীল দেশে এইরূপ ঘটনা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। কোনো ধরনের আদেশ-নির্দেশ দিয়া এই পক্ষাঘাতগ্রস্ততা হইতে দেশকে মুক্ত করা সম্ভব নহে। এই জন্যই দরিদ্র ও উন্নয়নশীল বিশ্বে বারে বারে দেখা যায় অস্থিরতা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত। যদি এই সকল শুধরানো না হয়, তাহা হইলে ভোট তথা সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নই থাকিবে না। তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষায় বলিতে হইবে, 'তোমাদের যা কিছু আছে তা-ই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।'

উপর্যুক্ত কারণেই উন্নয়নশীল দেশে একেকটা সরকার পরিবর্তনের পর অনিয়ম ও দুর্নীতির যেই সকল খবর ছাপা হয়, তাহা লোমহর্ষক। তাহা দেখিয়া দেশপ্রেমিক যে কাহারো শরীর শিহরিত হইয়া উঠে! কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হইল, যাহারা এই সকল অনিয়ম-দুর্নীতির কথা উল্লেখ করিয়া ক্ষমতায় আসেন, তাহারা পরবর্তীকালে এমন সকল অপকর্মের সঙ্গে জড়াইয়া পড়েন, যাহাতে দেখা যায় তাহারা পূর্ববর্তী সরকারের সকল অন্যায়-অনিয়মকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। এমনকি তাহাদের চাইতে দশ গুণেরও বেশি দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হইয়া পড়িয়াছেন। আমরা আগে বলিতাম ক্ষমতার হাতবদল হয়। কিন্তু এখন দেখি অনেক ক্ষেত্রে তাহাও হয় না। হাত একই থাকে। আমরা দেখিয়া আসিতেছি, এই সকল দেশে মানি লন্ডারিংয়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার কথা বলা হয়। অথচ দেখা যায়, প্রথম দিকে যাহারা এমন অবৈধ কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন, সরকার পরিবর্তনের পরও তাহাদের একই কাজে বহাল-তবিয়তে থাকিতে দেখা যায়। নিন্দুকেরা বলেন, অভিজ্ঞতার মূল্য আছে না! এই জন্য এই সকল দেশে সচেতন নাগরিকরা সকল কিছু দেখিয়া-শুনিয়া সেই প্রবাদ বাক্যটি অধিক হারে আওড়াইতে থাকেন—'যেই লাউ সেই কদু।' আবার এই প্রবাদটিও এখানে প্রযোজ্য, 'যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ।' এই জন্য তাহারা মনে করেন, পরিবর্তনের প্রয়োজন নাই! তাহারা বরং সম্পূরক প্রশ্ন রাখেন, সরকারের উপর স্তরের মাত্র কয়েক জন লোক পরিবর্তনের জন্য হাজার হাজার লোককে কেন জেলে যাইতে হইবে? কেন তাহাদের জীবন দিতে হইবে?

এখন এই ধারার সঙ্গে প্রশাসনের একশ্রেণির কর্মকর্তা-কর্মচারীরও সহমত পোষণ করিতে দেখা যায়। সেই কারণে উন্নয়নশীল বিশ্বে দেখা যায়, অনেকে চান স্থিতিশীলতা বজায় থাকুক। তাহাদের মনে প্রশ্ন, আমরা কেন রক্ত দিতে যাইব? মৌলিক পরিবর্তন যেখানে অসাধ্য, সেখানে সাবেক হুকুম বহাল থাকাটাই কি কাম্য নহে?

গাজাকে ধুলোয় মিশিয়ে দিলেও হামাসকে ধ্বংস করা সম্ভব নয়

গত ৭ অক্টোবর হামাসের সন্ত্রাসী হামলা এবং এরপর গাজায় বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর ভয়ংকর জবাবের প্রেক্ষাপটে বহুকাল ধরে অনুচ্চারিত কিছু বিষয় উচ্চারণ করা প্রয়োজন বলে মনে করি। প্রথমত, ইসরায়েল হামাসকে ধ্বংস করতে পারবে না, এমনকি গাজাকে ধুলার সঙ্গে মিশিয়ে দিলেও নয়। লিখেছেন লর্ড হাইন।

গত ৭ অক্টোবর হামাসের সন্ত্রাসী হামলা এবং এরপর গাজায় বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর ভয়ংকর জবাবের প্রেক্ষাপটে বহুকাল ধরে অনুচ্চারিত কিছু বিষয় উচ্চারণ করা প্রয়োজন বলে মনে করি। প্রথমত, ইসরায়েল হামাসকে ধ্বংস করতে পারবে না, এমনকি গাজাকে ধুলার সঙ্গে মিশিয়ে দিলেও নয়।

ইসরায়েল হামাসকে সামরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে সক্ষম হয়েছে, তাদের টানেলগুলো গুঁড়িয়ে দিয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি হামাস যোদ্ধারা পালাচ্ছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, হামাস হলো আন্দোলনের নাম, মতাদর্শের নাম। অন্যভাবে বলতে গেলে নেতানিয়াহুর উগ্রপন্থী আচরণ হামাসকে আরও এগিয়ে দিয়েছে। ইসরায়েলের দক্ষিণপন্থী সরকার, এমনকি ইয়াসির আরাফাতের মধ্যপন্থী দল, ফাতাহর সঙ্গেও আলাপ-আলোচনায় বাধা দিয়েছে। দুই যুগের বেশি সময় আগে ২০০০ সালে ক্যাম্প ডেভিড সম্মেলনের পর থেকে তারা আর আলোচনার টেবিলে বসেনি।

ধারাবাহিকভাবে গাজার বাসিন্দাদের ওপর তারা নির্যাতন চালিয়ে গেছে, সার্বক্ষণিক অবরোধ জারি রেখেছে, ফলে যা হওয়ার তা-ই হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ফিলিস্তিনিরা হতোদ্যম হয়ে চরমপন্থী হামাসে যুক্ত হবে, তাতে আশ্চর্য হওয়ারই-বা কী আছে?

আধুনিক যুগের সব যুদ্ধ-দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মূল কথা হলো শক্তিশালী পক্ষ আলোচনার মাধ্যমে অনাচার রোধে ব্যর্থ হলে উগ্রপন্থার উত্থান ঘটে। যুক্তরাজ্যের সঙ্গে উত্তর আয়ারল্যান্ডের একটি সংঘাতময় অতীত আছে। রাজনীতি যখন অকার্যকর হয়ে যায়, সহিংসতা তখন সেই শূন্যস্থান পূরণ করে।

যুক্তরাজ্য দশকের পর দশক গোঁ ধরে বসেছিল যে তারা আইআরএর সঙ্গে আলোচনায় বসবে না। কারণ, তারা সন্ত্রাসী সংগঠন। কিন্তু ১৯৯৮ সালে যখন তারা আলোচনায় বসল তখনই গুড ফ্রাইডে চুক্তি হলো। রাজতন্ত্রের প্রতি আজ্ঞাবহদের এই চুক্তি হজম করতে কষ্ট হচ্ছিল, তবুও এই চুক্তিকে সমর্থন দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট, যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ও ইইউ প্রেসিডেন্ট। তাঁদের উত্তরাধিকারীরা অবশ্য এই চুক্তির মূলভাব থেকে সরে এসেছেন, তাঁদের ওসব মনেই নেই।

এখন বৈশ্বিক উত্তরের দেশগুলো সমঝোতার টেবিলে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকে বসাতে চাইছে। যে দলটি বহু আগেই জনপ্রিয়তা খুইয়েছে, সে দলের সঙ্গে আলোচনা কোনোভাবেই ফলপ্রসূ হতে পারে না। স্বাধীনতাকামী জনগণের ওপর বৈশ্বিক উত্তরের সরকারগুলো বরাবর তাদের পছন্দসই প্রার্থীকে বসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু হামাসকে অবশ্যই এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত করতে হবে।

সর্বোপরি, সমাধানটা হতে হবে রাজনৈতিক। ফিলিস্তিনিরা যে বর্ণের হোক না কেন, ইসরায়েলকে সামরিকভাবে পরাজিত করতে পারবে না। আবার ইসরায়েলিরাও ফিলিস্তিনিদের যুদ্ধে পরাজিত করতে পারবে না। টনি ব্লেয়ারের সাবেক চিফ অব স্টাফ জোনাথন পাওয়েল 'টকিং টু টেররিস্টস' নামে একটি অসাধারণ বই লিখেছেন। তিনি বলেছেন, আলাপ-আলোচনা ছাড়া এ ধরনের সংঘাতের সমাধান হয় না। তা ছাড়া জনসমক্ষে নেতানিয়াহু, জো বাইডেন বা ঋষি সুনাক যা-ই বলুন না কেন, তাঁরা তো জিম্মি ও বন্দীর মুক্তি বিষয়ে হামাসের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন। যদিও মীমাংসার জন্য মাঝখানে কাতার থাকছে।

ইসরায়েলের দক্ষিণপন্থী নেতারা আলাপ-আলোচনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁরা বরং ফিলিস্তিনি অঞ্চলগুলোর ওপর দখলদারি কীভাবে আরোপ করা যায় এবং ফিলিস্তিনি জনগোষ্ঠীকে তাঁদের পদাবনত করা যায়, সেই ছক আঁকতে ব্যস্ত। পশ্চিম তীর ও ছোটখাটো দ্বীপগুলো নামকাওয়াস্তে ফাতাহর শাসনে ছিল (ইসরায়েল নিয়ন্ত্রিত)। সেখানে এখনো প্রায় পাঁচ লাখ ইহুদির বসতি আছে। পূর্ব জেরুজালেমে এখন প্রায় আড়াই লাখ ইসরায়েলি বসতি করেছেন। বৈশ্বিক উত্তরের নেতারা হাত ঘষছেন। তাঁরা মৃদু স্বরে বলে থাকেন, এসব বসতি অবৈধ কিন্তু কিছুই করেন না। তাঁরা বসতি স্থাপনকারীদের ক্রমেই দীর্ঘ হতে থাকা দখলদারি এবং গাজার প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াকে সয়ে নিয়েছেন।

যুক্তরাজ্য দশকের পর দশক গোঁ ধরে বসেছিল যে তারা আইআরএর সঙ্গে আলোচনায় বসবে না। কারণ, তারা সন্ত্রাসী সংগঠন। কিন্তু ১৯৯৮ সালে যখন তারা আলোচনায় বসল তখনই গুড ফ্রাইডে চুক্তি হলো। রাজতন্ত্রের প্রতি আজ্ঞাবহদের এই চুক্তি হজম করতে কষ্ট হচ্ছিল, তবুও এই চুক্তিকে সমর্থন দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট, যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ও ইইউ প্রেসিডেন্ট। তাঁদের উত্তরাধিকারীরা অবশ্য এই চুক্তির মূলভাব থেকে সরে এসেছেন, তাঁদের ওসব মনেই নেই।

আপনার। আপনি নিশ্চিন্তে রাতে ঘুমাতেও পারবেন না।'

অবশ্যই ইসরায়েলের বর্তমান মন্ত্রী পরিষদের ইচ্ছা হলো ফিলিস্তিনিদের তাঁদের মূল ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে জর্ডান ও মিসরে পাঠিয়ে দেওয়া। অল্প কিছুদিন আগে নেতানিয়াহুর রাষ্ট্রদূত যুক্তরাজ্যে সোজাসুজি বলে দিয়েছেন, দুই রাষ্ট্রভিত্তিক কোনো সমাধান তাঁরা চান না। ফলে দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধান হবে না। শুধু ইসরায়েলি দখলদারি অব্যাহত থাকবে আর ক্রমেই বাড়বে সহিংসতা ও আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতা।

লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল ইসরায়েলের নিরাপত্তা ও ফিলিস্তিনিদের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর প্রত্যয়কে নিশ্চিত করা। যদি দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধান কার্যকারিতা হারায়, তাহলে কনফেডারেশন হতে পারে না? যেখানে ফিলিস্তিনিরা তাঁদের নিজেদের শাসক নিজেরা বাছাই করে নেবে আর ইসরায়েলিরা নিরাপত্তা উপভোগ করবেন? ওয়াশিংটন ডিসি, লন্ডন ও ইউরোপ ভয়াবহ পতনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পরিবর্তে আঞ্চলিক সম্মেলনের আয়োজন করতে পারে। এই সম্মেলনে ইসরায়েল, মিসর, সৌদি আরব এবং জর্ডান, কাতার ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে অবশ্যই ইরানকে রাখতে হবে। কারণ, সব পক্ষকে অন্তর্ভুক্ত করা না হলে এই অঞ্চলে স্থিতিশীলতা আসবে না।

এক বছর ধরে চলা ব্যর্থ রাজনীতির পর আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি যে নেতাদের ওপর নির্ভর করা চলে না। আশার কথা, আমাদের জন্য আমরা আছি।

বারাক ওবামার মেয়াদ ছাড়া এই অঞ্চলের সঙ্গে কখনোই গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক কার্যক্রম বা যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার কোনো চেষ্টা ছিল না। ওবামার প্রতিনিধি জন কেরি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'পররাষ্ট্রনীতিতে নিষ্ক্রিয় থাকার ঝুঁকি সম্পর্কে লেখা প্রায় হয়ই না। মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি আলোচনার বেলায় এই কথা সর্বৈব সত্য।'

আমি এই লেখা লিখছি কেপটাউন থেকে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সব মানুষ বৈশ্বিক উত্তরের নেতাদের দ্বিচারিতায় ঘৃণা জানাচ্ছে। কারণ, তারা ইউক্রেনের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের কথা বলে, অন্যদিকে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। গাজার এই ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য তারাও দায়ী। বৈশ্বিক দক্ষিণের সঙ্গে তাদের ভূরাজনীতিক সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পথে। এর খেসারত ওয়াশিংটন, লন্ডন ও ব্রাসেলসকে ভালোভাবেই পোহাতে হবে।

অন্যদিকে আমি ইসরায়েলি ও ফিলিস্তিনি দুই পক্ষেরই বন্ধু। এর অর্থ কোনো একপক্ষে থাকা নয়, বরং বলা যে যদি তারা একত্রে থাকতে পারে, তাহলেই তাদের ভবিষ্যৎ আছে, নইলে কোনো ভবিষ্যতের যোগ্য নয় তারা।

লর্ড হাইন যুক্তরাজ্যের মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক সাবেক মন্ত্রী এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনুবাদ

যুক্তরাষ্ট্র কি আবার স্বেচ্ছায় একঘরে হতে চলেছে

টমাস পেপিনস্কাই

যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আর এক বছরও বাকি নেই। সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অজস্র দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও রিপাবলিকানদের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হতে চলেছেন। বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবার ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হচ্ছেন। ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারণা এমন সময় অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যখন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে। যুক্তরাষ্ট্র ও চীন নতুন বন্ধু খুঁজছে, গাজায় আগ্রাসন ও যুদ্ধাপরাধ চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল ও রাশিয়ার অবৈধ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ইউক্রেন সফলভাবে প্রতিরোধ করে যাচ্ছে। এ ছাড়া অকাস চুক্তি ও কোয়াডের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার অর্থ হলো ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদের জন্য নিরাশার বার্তা বয়ে আনা। ট্রাম্পের পুনরায় নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ অনেক বেশি। রিপাবলিকান পার্টির মুখচ্ছবি ট্রাম্প। সাম্প্রতিক জরিপ দেখাচ্ছে, বাইডেন ও ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা সমানে সমান।

ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদ প্রথম মেয়াদের চেয়ে কট্টর হওয়ার আশঙ্কা বেশি। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ, তার একটিতেও দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁকে দীর্ঘদিন কারাবন্দী থাকতে হবে। কিন্তু তিনি এটাও বুঝতে পেরেছেন যে তাঁর রাজনৈতিক সমর্থকেরা প্রয়োজনের সময় আনন্দিত চিত্তেই ডেমোক্র্যাট, প্রগতিশীল, মুসলিম, অভিবাসীদের বিরুদ্ধে স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগের অনুমোদন দিয়ে দেবে। ট্রাম্প তাঁর প্রচারণায় বারবার অঙ্গীকার করছেন বিচার বিভাগসহ রাষ্ট্রের এমন সব প্রতিষ্ঠানে তাঁর অনুগত সমর্থকদের নিয়োগ দেবেন, ঐতিহ্যগতভাবে যেসব জায়গায় নির্দলীয় ও পেশাদার লোকদের বসানো হয়। প্রথমবারের অভিজ্ঞতা থেকে ট্রাম্প খুব ভালো করেই বুঝেছেন যে তিনি কত ভালোভাবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারবেন, তার ওপর নির্ভর করবে তাঁর ক্ষমতা। আর এটা কোনো গোপন বিষয়ও নয়।

ফেডারেল সরকার যুক্তরাষ্ট্রের কূটনীতি, পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষানীতির একেবারে কেন্দ্র। এখানে কোনো কিছু ঘটলে যুক্তরাষ্ট্রের সীমানার বাইরে বহুদূর পর্যন্ত তার প্রভাব পড়ে।

রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের প্রতি ট্রাম্পের অনুরাগ, নিজের ব্যক্তিগত লাভের স্বার্থে ইউক্রেনের জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দেওয়ার ইচ্ছা, কংগ্রেসে আন্তর্জাতিকতাবাদী মধ্যপন্থী রিপাবলিকান আইনপ্রণেতাদের সংখ্যা কমে যাওয়া ইত্যাদি কারণে ট্রাম্প নির্বাচিত হলে ইউরোপের ক্ষেত্রে মার্কিন নীতি অনেকটাই বদলে যাবে। এর মধ্যে ন্যাটো থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে একতরফাভাবে প্রত্যাহার করা এবং ইউক্রেনে সহায়তা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়ার মতো ঘটনাও ঘটতে পারে।

ট্রাম্প একইভাবে এশিয়া প্যাসিফিকের নিরাপত্তাসৌধে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার ক্ষেত্রেও প্রতিশ্রুতিহীন। এখন পর্যন্ত এটা পরিষ্কার নয় যে ট্রাম্প তাঁর নিত্যদিনের চীনবিরোধী বাগাড়ম্বর ও কিম জং-উনের প্রতি আগ্রহের বাইরে গিয়ে ইন্দো-প্যাসিফিকের নিরাপত্তার গুরুত্ব কতটা বুঝতে পারছেন।

এশিয়ার প্রতি ট্রাম্পের ধারণার পার্থক্য তুলনামূলক কম হওয়ায় ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে মার্কিন মিত্রদের দশা ইউরোপের মতো অতটা খারাপ না-ও হতে পারে। কিন্তু যে অনিশ্চয়তা তৈরি হচ্ছে, তাতে করে সেখানকার শৃঙ্খলায় হুমকি তৈরি হবে।

মধ্যপ্রাচ্যের ক্ষেত্রে ট্রাম্প ইসরায়েলি সমাজের সেই অংশের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে চাইবেন, যাঁরা কিনা চান চরমপন্থা অবলম্বন করে এই সংঘাতের অবসান হোক। এ ক্ষেত্রে সমাধানগুলো হতে পারে গাজা পুরোপুরি দখলে নেওয়া, পশ্চিম তীরে আরও সংঘাত উসকে দেওয়া, ফিলিস্তিনি জনসাধারণের ব্যাপক ও স্থায়ী গণবাস্তুচ্যুতি এবং পবিত্র স্থান জেরুজালেমের স্থিতাবস্থার অবসান।

বাইডেনের পররাষ্ট্রনীতি বিশ্বজুড়ে আমেরিকার মিত্র ও বন্ধুদের জন্য আশীর্বাদ। বাইডেন বহুপক্ষীয় প্রাতিষ্ঠানিকতার ওপর আস্থাশীল। তিনি বুঝতে পেরেছেন, যুক্তরাষ্ট্র একটি বৈশ্বিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, যেটা আমেরিকানদের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি দেয়। এই একই ব্যবস্থা এশিয়া প্যাসিফিকের মিত্রদেরও নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা দেয়।

কিন্তু ট্রাম্প পুরোপুরি ভিন্ন ভাবনার লোক। তাঁর রাজনীতির মূলে রয়েছে সবকিছুই নাকচ করে দেওয়া। বাইডেন যদি আমেরিকার বৈশ্বিক নেতৃত্ব, বহুপক্ষীয় প্রতিষ্ঠান ও সহযোগিতামূলক পররাষ্ট্রনীতির সমর্থক হন, ট্রাম্প সে ক্ষেত্রে পুরোপুরি বিপরীত চরিত্রের। দ্বিতীয় দফায় নির্বাচিত হলে আমেরিকাকে সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবেন তিনি।

টমাস পেপিনস্কাই যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াবিষয়ক কর্মসূচির পরিচালক

এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

প্রথম নজর

লোকসভায় স্বরূপনগর থেকে ৭০ হাজার লিড দাবি তৃণমূল নেতার

এম মেহেদী সানি ● স্বরূপনগর

আপনজন: বিগত লোকসভা ভোটে আমরা স্বরূপনগর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ৩৬ হাজার ভোটে লিড দিয়েছিলাম, আসন্ন লোকসভা ভোটে আমরা ৭০ হাজার ভোটে লিড দেব দলীয় কর্মসূচি শেষে এমনটাই মন্তব্য করলেন বনগাঁ সংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের কমিটির সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য নারায়ণ চন্দ্র কর । প্রতিষ্ঠা দিবসে বনগাঁ লোকসভাকে বিজেপি মুক্ত করার ডাক দিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস । এরপরই বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রটি পুনরুদ্ধারের জন্য জোর প্রস্তুতি শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেসের সকল জেলা নেতৃত্ব । ২০২৪ সালের সূচনা লগ্ন থেকেই বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিশ্বজিৎ দাসের মুখে একাধিক বার শোনা যাচ্ছে লোকসভা ভোটের প্রস্তুতিতে পুরোদমে নেমে পড়ার সংকল্প গ্রহণের কথা । ইতিমধ্যেই বিশ্বজিৎ দাস বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সংগঠনকে চাঙ্গা করতে জেলার সমস্ত বিধানসভা এলাকা থেকে নেতৃত্বদের নিয়ে পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটি গঠিত করেছেন । বনগাঁ সংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের কমিটিতে স্থান পাওয়া সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য নারায়ণ চন্দ্র করের মুখেও এ দিন শোনা গেল বিজেপি মুক্ত করার কথা । স্বরূপনগরের মেদিয়ায় দলীয় কর্মসূচি শেষে নারায়ণ জানান, ২০২১ সালের লোকসভা নির্বাচনে বনগাঁ কেন্দ্রটি বিজেপি জয়লাভ করেছিল, কিন্তু সংসদ শান্তনু ঠাকুরকে মানুষ কখনো চোখে দেখতে পায়নি । আমাদের টার্গেট আসন্ন লোকসভা ভোটে বনগাঁ কেন্দ্রটি পুনরুদ্ধার করে আমাদের নেত্রীর হাতে তুলে দেওয়া । আমরা স্বরূপনগর বিধানসভা এলাকার বাসিন্দা, বিগত লোকসভা ভোটে আমরা স্বরূপনগর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ৩৬ হাজার ভোটে লিড দিয়েছিলাম, আসন্ন লোকসভা ভোটে আমরা ৭০ হাজার ভোটে লিড দেব, শুধু সময়ের অপেক্ষা । বিজেপি একটি সাম্প্রদায়িক দল, জাতিতে ধর্মে বর্ণে বিভেদ করে টিকে থাকা যায় না, আগামী দিন সম্প্রীতির জয় হবে, তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসবে, মানুষ শান্তিতে থাকবে' বলে মন্তব্য করেন নারায়ণ চন্দ্র কর।

মোয়া হাব তৈরিতে দেরি, ক্ষুব্ধ জয়নগর পুরসভার চেয়ারম্যান

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন:স্বাদে-গন্ধে অতুলনীয় জয়নগরের মোয়া। শীতের সাথে পাল্লা দিয়ে মোয়ার মরশুম চলছে। আর এখন ব্যস্ততা তুঙ্গে উঠেছে মোয়া ব্যবসায়ীদের। তবে মোয়া হাব তৈরিতে দীর্ঘসূত্রতা নিয়ে ক্ষুব্ধ তাঁরা। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক প্রশাসনিক বৈঠকে এই জয়নগরেই মোয়া হাব তৈরির কথা ঘোষণা করেছিলেন। তারপর মোয়া হাবের জন্য বারংবার জায়গা বদল হয়েছে। শেষে জয়নগর- মজিলপুর পুরসভা জায়গা চিহ্নিত করে, রাজ্যের খাদি বোর্ডকে সেকথা জানায়। এরপর খাদি বোর্ড থেকে জায়গা পরিদর্শনও করা হয়। কিন্তু হাব নির্মাণের কাজ এখনও হয়নি। ফলে ক্ষোভ ছড়িয়েছে জয়নগর ও বহড়ুর মোয়া ব্যবসায়ীদের মধ্যে। হাব নির্মাণের কাজ ঝুলে থাকায় ক্ষুব্ধ জয়নগর-মজিলপুর পুরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদারও। তিনি খাদি বোর্ডের দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। এ ব্যাপারে জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার বলেন, খাদি বোর্ডের নির্দেশ মতোই প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, ড্রয়িং, সয়েল টেস্টের রিপোর্ট- সবই ৫-৬ মাস আগে পাঠানো হয়েছিল। এরপর বলা হয়েছিল, কন্ট্রাকটররা যাবেন। জমির চারদিকে পাঁচিল দেওয়ার কাজ শুরু হবে। সেই মতো মাটি খোলার কাজ ও করা হয়। কিন্তু তারপরে আর কোনও কাজই হয়নি। যদিও এই ব্যাপারে খাদি বোর্ডের এক আধিকারিক এন চন্দ্র হালদার বলেন, পুরসভা পাঠিয়ে দিলেই কি কাজ শুরু করা যায়? তার জন্য টেন্ডার ও অর্থ বরাদ্দ করা দরকার।
কিন্তু কবে সেসব প্রক্রিয়া হবে, সেই প্রশ্নের উত্তর দেননি ওই আধিকারিক। এই মোয়া হাব তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছিল প্রায় দু'তিন বছর আগে। কিন্তু বারংবার জায়গা বদল হওয়ার ধাক্কায় এক প্রকার থমকে গিয়েছিল সেই প্রক্রিয়া। প্রথমে জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল ও জয়নগর-মজিলপুর পুরসভার কংগ্রেসের প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুজিত সরখেলের উদ্যোগে জয়নগরের মিত্রগঞ্জ হাটে জায়গা দেখা হয়েছিল। কিন্তু সেই জায়গা দেখে খাদি বোর্ড আপত্তি জানায়। ফলে তখন কাজ পিছিয়ে যায়। এরপর পুরসভায় পালাবদল হয়। তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসে। শাসকদলের চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার মোয়া হাবের জন্য ৩ নম্বর ওয়ার্ডে পুরসভার জায়গা চিহ্নিত করেন। সেই জায়গা পরিদর্শনও করেছিলেন খাদি বোর্ডের কর্তারা। কিন্তু তারপরেও কাজ থমকে। জয়নগরের এক মোয়া ব্যবসায়ী রাজেশ দাস বলেন, আর কবে ঘর তৈরি হবে?কবে প্যাকেজিং মেশিন আসবে? অন্ধকারে আমরা। মুখ্যমন্ত্রী বারবার মোয়া হাবের ব্যাপারে জোর দিলেও কাজে গাফিলতি ঘটছে। উন্নত প্যাকেজিং মেশিনের অভাবে এই শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। একই কথা বহড়ুর ব্যবসায়ী গণেশ দাসের মুখেও।

তৃণমূল কর্মীরা সারা বছর সাধারণ মানুষের পাশে থাকে: ফিরহাদ

মনিরুজ্জামান ও ইস্রাফিল বৈদ্য ● নিউ টাউন

আপনজন: বিধাননগর পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা ১ নম্বর বরোর চেয়ারম্যান সাওনওয়াজ আলি মন্ডলের (ডাম্পি) ব্যবস্থাপনায় বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম দিনের বিশ্বস্ত সহকর্মী বাংলার পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা কলকাতা পুরসভার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নকে বিরোধীরা কোনভাবে স্তব্ধ করতে পারবে না। কুৎসা অপপ্রচারের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা যেভাবে রুখে দাঁড়িয়ে, সাধারণ মানুষের জন্য উন্নয়নমুখী কর্মসূচি করে চলেছে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের সবকটি আসনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসের জয় অনিবার্য বলে তিনি জানান। একগুচ্ছ সামাজিক কর্মসূচি নিয়ে বরো চেয়ারম্যানের এই যে উদ্যোগ তা সমাজের জন্য অত্যন্ত মঙ্গলজনক। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায়,বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি ব্যানার্জি,জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, জেলা পরিষদের সদস্য আফতাবউদ্দিন,কাউন্সিলর রহিমা বিবি,আরাত্রিকা ভট্টাচার্য সহ আরও অনেকে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মসলন্দপুরে তৈরি হবে অডিটরিয়াম

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মছলন্দপুর

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গোবরডাঙ্গা থানার অন্তর্গত মসলন্দপুরে তৈরি হবে অডিটরিয়াম। মছলন্দপুর সাংস্কৃতিক উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থেকে এমনটাই জানালেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ অজিত সাহা । আর এই অডিটরিয়াম তৈরির জন্য সবরকম সহযোগিতা করবেন বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস । জানা গিয়েছে জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে মসলন্দপুর সুপার মার্কেটের উপরে ওই অডিটরিয়াম নির্মাণ করা হবে। এদিন অজিত সাহার তত্ত্বাবধানে মসলন্দরপুর বয়েজ ক্লাবের ৫৯ তম পাঁচ দিনব্যাপী মসলন্দপুর সাংস্কৃতিক উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এদিন উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস, হাবড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান নারায়ণ সাহা, হাবড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নেহাল আলী, হাবড়ার এসডিপিও রোহেদ শেখ, ওসি অসীম পাল, বিপ্লব সরকার, বিশিষ্ট সমাজসেবী নিরুপম রায়, পিনাকি বিশ্বাস, নরোত্তম বিশ্বাস, প্রধান কল্পনা বসু, মানবকল্যাণ মজুমদার প্রমুখ।

শিশু সুরক্ষা কমিশন কর্তা বোলপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বোলপুর

আপনজন: শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন অনন্যা চক্রবর্তী বোলপুর মহকুমা হাসপাতালের শিশু বিভাগ পরিদর্শন করলেন। এছাড়াও চেয়ারপারসন বোলপুর মহকুমা হসপিটালে প্রসূতি বিভাগে প্রসূতি ও প্রসূতি পরিবার পরিজনদের সঙ্গে কথা বললেন এবং খোঁজখবর নেন তাদের কোনো অভাব অভিযোগ আছে কিনা। সেই বিষয়ে জেনে নেন তাদের কাছ থেকে। পাশাপাশি হাসপাতালের এই শিশু বিভাগের পরিকাঠামো কেমন রয়েছে সেগুলিও খতিয়ে দেখেন। পরবর্তীতে বোলপুর মহকুমা হসপিটালে চত্বরে থাকা আদ্যা শক্তি নার্সিংহোম পরিদর্শন করেন। কারণ এই নার্সিংহোম থেকেই অভিযোগ উঠেছিল সদ্যোজাত শিশু বিক্রির মতো ঘটনা। সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চেয়ারপার্সনের নার্সিংহোম পরিদর্শন।

পাঠের ভয় দূর করতে পঠন উৎসব ও শিক্ষণ শিখন উপকরণ মেলা

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন:উৎসবের আবহেই বারবার শিল্প, কাজ ও প্রকল্পকে তুলে ধরেছে রাজ্য সরকার। এবার শিক্ষাতেও এল উৎসব আবহ। পঠন পাঠন বা বিদ্যালয়ের ভীতি দূর করতে ও ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিভা বিকশিত করতে সারা রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে পঠন উৎসব ও শিক্ষন-শিখন উপকরণ মেলা।পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশনের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার তুলসীহাটা সার্কেলে অনুষ্ঠিত হল পঠন উৎসব ও শিক্ষন-শিখন উপকরণ মেলা।
কস্তুরিয়া জুনিয়ার বেসিক প্রাইমারি স্কুল প্রাঙ্গণে এই মেলার আয়োজন করা হয়।তুলসীহাটা সার্কেলের ৬৫ টি প্রাইমারি স্কুল ও ৬ টি হাইস্কুল এই মেলায় অংশগ্রহণ করেন।'হস্তশিল্প প্রদর্শনী, শিখন সামগ্রী প্রদর্শনী ও পঠন উৎসব' এই তিনটি বিভাগে ছাত্র ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন।প্রতিটি বিভাগের প্রথম,দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী কে পুরস্কৃত করা হয়। তুলসীহাটা চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক মাসুদ করিম আনসারী জানান,শিশুদের সুউচ্চারন ও পঠন পাঠনে পারদর্শী হয়ে উঠতে এবং নিজেদের প্রতিভা বিকশিত করতে তার জন্য এই উৎসব।'
পঠন উৎসবে প্রথম হয়েছে কুশিদা নিম্ন বুনিয়াদি প্রাইমারি স্কুল,যুগ্মভাবে দ্বিতীয় হয়েছে রশিদাবাদ ও রামশিমূল প্রাইমারি স্কুল ও তৃতীয় হয়েছে বরুই জুনিয়ার বেসিক স্কুল।
শিখন প্রদর্শনীতে প্রথম হয়েছে দৌলা প্রাইমারি স্কুল,দ্বিতীয় হয়েছে মুড়াগাছি প্রাইমারি স্কুল ও তৃতীয় হয়েছে রনথল প্রাইমারি স্কুল।হস্ত শিল্প প্রদর্শনীতে প্রথম হয়েছে বিদ্যানন্দপুর প্রাইমারি স্কুল, দ্বিতীয় হয়েছে গোজকাটা প্রাইমারি স্কুল ও তৃতীয় হয়েছে তুলসীহাটা প্রাইমারি স্কুল।শিখন সামগ্রী প্রদর্শনী'তে প্রথম স্থানাধিকারী আগামী ৯ জানুয়ারি মালদা জেলা বই মেলায় শিখন সামগ্রী প্রদর্শনী নিয়ে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাবে।

সিএএ কার্যকর লোকসভা ভোটের আগেই: শান্তনু

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: আগামী লোকসভা ভোটের আগেই সারা ভারতবর্ষে সিএএ লাগু হবে। অনেকগুলো কারণের জন্য এতদিন পর্যন্ত সময় লাগছে। ২০২৪ এর লোকসভা ভোটের আগে সিএএ কার্যকর হচ্ছেই। মন্তব্য বিজেপি নেতা শান্তনু ঠাকুরের। বৃহস্পতিবার বালির পঞ্চাননতলায় এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, এই নিয়ে আমাদের পরিবারের বড়ো লড়াই। পিতামহ, পিতামহীর সেই লড়াই কখনো থেমে থাকার নয় যতক্ষণ না এর সমাধান হচ্ছে। শান্তনু ঠাকুর আরও বলেন, তৃণমূলের প্রবীণ-নবীন দ্বন্দ্ব নিয়ে আমাদের কোনও বক্তব্য নেই। ওরা একটা ছোট আঞ্চলিক দল। ওদের নিয়ে ভাবার মতো সময় আমাদের নেই। লোকসভায় বাংলায় আমাদের আসন ৩৫ পার করলেই বুঝে যাবেন মানুষ কোন দিকে আছেন। ভয়েস-কান্ড প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কীভাবে ভয়েস বের করতে হয় তার দাওয়াই আমরা জানি। কিন্তু এনিয়ে মন্তব্য করা উচিত নয়।

বই পড়ার অভাব, তাই সামাজিক অবক্ষয় যুব সমাজের: সিদ্দিকুল্লাহ

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের উদ্যোগে ও স্থানীয় গ্রন্থগার কৃত্যক বীরভূম এর আয়োজনে বৃহস্পতিবার রামপুরহাট হাইস্কুল মাঠে ৪২ তম বীরভূম জেলা বইমেলার শুভসূচনা করা হয়। বই মেলার উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দফতরের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক অর্পিতা সরকার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অসিত মাল, রাজ্য বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার তথা স্থানীয় রামপুরহাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ডক্টর আশিস ব্যানার্জি, ক্ষুদ্র ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তর মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, বিধায়ক অশোক চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক বিধানচন্দ্র মাঝি, জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়েজুল হক ওরফে কাজল সেখ, জেলা শাসক বিধান রায়, অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন)বিশ্বজিৎ মোদক,জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক সুদীপ্ত বিশ্বাস সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।
এদিন মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অতিথিদের মধ্যে বলেন, বর্তমানে গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছুটতে গিয়ে, বই পড়ার সময় হারিয়ে ফেলছি। একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। আমাদের যারা আধুনিক প্রজন্ম, নব প্রজন্ম, নব যৌবন-সেই সমস্ত ইয়ং জেনারেশনরা ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাদের কাছে বই পড়ার সময় নেই, এর ফলে সামাজিক অবক্ষয় হচ্ছে। আমাদের বিচার বোধ, সৃজনশীলতা, নৈতিকতা কমে যাচ্ছে। সৃজনশীল, কবি, সাহিত্যিকরা চলমান সমাজের জীবনের যে ঘটনা প্রবাহমান সেগুলোকে সাহিত্য রসে সম্পৃক্ত করে কলমের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। অধ্যয়নের মাধ্যমে হৃদয়ের ক্যানভাসে প্রতিফলিত হয়। বই পড়ার মাধ্যমে বিবেক জাগ্রত হয়, চেতনার বিকাশ হয়।সর্বপরি বই পড়ার প্রতি আহ্বান জানানো হয় সকলের উদ্দেশ্যে। বইমেলা চলবে ১০ ই জানুয়ারি পর্যন্ত এবং প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে আয়োজকরা জানান।

স্মার্ট ক্লাসের উদ্বোধন বীরভূমের প্রাইমারি স্কুলে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: স্মার্ট ক্লাসের শুভ উদ্বোধন বীরভূমের কাঁকড়তলায়। এদিন খয়রাশোল ব্লকের কাঁকড়তলা থানার হজরতপুর ২ নম্বর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্মার্ট ক্লাসের উদ্বোধন হল।উপস্থিত শিক্ষকেরা ও বিশিষ্টজনেরা বলেন।ছাত্রছাত্রীরা আজকের দিনে সরকারি বিদ্যালয়মূখী না হয়ে বেসরকারি বিদ্যালয়মুখী। ছাত্রছাত্রীরা ছবির মাধ্যমে ,খেলার ছলে পড়াশোনার করলে তাদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে যেমন মনোযোগ বাড়বে তেমনি ছবি দেখে পড়াশোনা করলে বুঝতে তেমন অসুবিধা হবে না।ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হারও বাড়বে। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার মান উন্নয়ন করতে ও স্কুলমুখী করতে স্মার্ট ক্লাসের শুভ উদ্বোধন করা হলো।
উপস্থিত ছিলেন খয়রাশোল দক্ষিন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক রবিউল ইসলাম,এস বি ইকবাল আলম শিক্ষাবন্ধু বিশ্বজিৎ দে,বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সাধন পান,শিক্ষক কাজল ধাওড়ে, দেবাশীষ সেন,প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক স্বাধীন কুমার দত্ত,শ্যামাপদ দাস,বিমলাংশু শেখর চক্রবর্তী, হারাধন ঘোষ,হজরতপুর পঞ্চায়েত প্রধান অর্পিতা ঘোষ সহ শিক্ষকেরা বিশিষ্টজনেরা ও ছাত্রছাত্রীরা।

বল ভেবে বোমা ছুড়তেই বিস্ফোরণে মৃত্যু স্কুল ছাত্রের

রাকিবুল ইসলাম ● দৌলতাবাদ

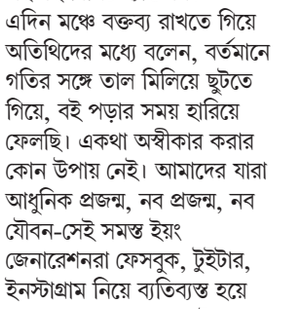

আপনজন: বল ভেবে বোমা দেওয়ালে ছুড়তেই বিস্ফোরণ। এই ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় এক দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রের। জখম হয়েছে এক ছাত্রীও। প্রতিদিনের মতো স্কুলে গিয়েছিল দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র মুকলেসুর। দৌলতাবাদের চোঁয়াডাঙ্গা গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের ছাত্র ছিল সে। দুপুরে মিড ডে মিলের খাবার খাওয়ার পর স্কুলের আশেপাশে খেলাধুলা করতে করতে পুকুরের ধারে কুড়িয়ে পায় একটি পুরাতন বোমা। সেটিকেই বল ভেবে হাতে করে নিয়ে গিয়ে একটি ঘরের দেওয়ালে ছুড়তেই বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। সাথে সাথেই প্রাণ হারায় মুকলেসুর। বিকট আওয়াজ শুনতে পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে আসে স্থানীয়রা। তারা দেখতে পান রক্তাক্ত অবস্থায় নিথর হয়ে পড়ে রয়েছে এক ছাত্র। পাশেই খেলাধুলা করছিল আরোও পড়ুয়ারা। তাদের মধ্যে এক ছাত্রীও বোমার আঘাতে জখম হয়েছে বলে খবর। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন দৌলতাবাদ থানার পুলিশ। সাথে সথেই তাদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় বহরমপুর মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। পাঠানো হয় ঐ ছাত্রকেও। যদিও চিকিৎসকরা মুকলেসুরকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তারপর মৃতদেহ ময়নাতদন্তের উদ্দেশ্যে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।
পুলিশ সূত্রে খবর, পুকুরের পাড়ে পুরনো একটি বোমা পড়েছিল বাচ্চারা সেটা কুড়িয়ে পেয়ে আঘাত করতেই বোমাটি বিস্ফোরণ ঘটে। ঘটনায় এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে এবং আহত হয়েছে এক শিশু। ঘটনার পূর্নাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে দৌলতাবাদ থানার পুলিশ।

জাগুলিপাড়াতে বোমা উদ্ধার

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: বৃহস্পতিবার গলসির জাগুলিপাড়া গ্রামে একটি পরিত্যক্ত বাথরুমে নয়টি তাজা বোমা উদ্ধার করলো পুলিশ। গ্রামে এমন ঘটনায় বেশ চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। গত মঙ্গলবার জাগুলিপাড়া গ্রামে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর বোমাবাজির ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দুই পক্ষের মোট ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করে গলসি থানার পুলিশ। ঘটনায় একজন আহত হয়। তিনি কোলকাতায় চিকিৎসাধীন বলে জানা গেছে। বুধবার ধৃতদের বর্ধমান আদালতে পেশ করা হয়। তাদের মধ্য থেকে মোল্লা খাইরুল জামাল ওরফে রাজু, বিশাল বাউরি, সেখ শের আলি ওরফে অপুর্ব, মোল্লা শের শা ওরফে বাদাশা এই ৪ জনকে তিনদিনের পুলিশি হেফাজতে নেয় পুলিশ। এরপরই এদিন ওই বোমার খবর পাওয়া যায়। খবর যায় সিআইডি বোম ডিস্পোজাল স্কয়ার এর কাছে। দুপুরে সিআইডি বোম ডিস্পোজাল স্কয়ার একটি প্রতিনিধিদল এসে ওই বোমা উদ্ধার করে একটি নির্জন জায়গায় নিষ্ক্রিয় করে।

মায়ের মর্যাদা রক্ষার লক্ষ্যে বনগাঁ পৌরসভার উদ্যোগে মাতৃ উৎসব

এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ

আপনজন: মায়েদেরকে সম্মান জানাতে এবং নারী সুরক্ষার লক্ষ্যে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁ পৌরসভার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো মাতৃ উৎসব ও পুষ্প প্রদর্শনী । ইংরেজি নববর্ষের শুরুতেই তিনদিন ধরে ওই অনুষ্ঠান হয় । বনগাঁর সফল সন্তানের মায়েদের পৌরসভার পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করা হয়, পাশাপাশি নারী সুরক্ষার ক্ষেত্রে সকলকে সচেতন হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় । বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ বলেন, 'সন্তানের সাফল্যে মায়ের ভূমিকা সব থেকে বেশি, সন্তান সফল হলে মা সবথেকে বেশি খুশি হন । তবে সন্তানের সেই সাফল্যের পিছনে মায়ের ভূমিকা অগোচরেই থেকে যায় । দেশে বর্তমান পরিস্থিতিতে মেয়েদের সম্মান কমছে, আর বনগাঁ পৌরসভার মাতৃ উৎসবের মধ্যে দিয়ে মায়েদের সম্মান প্রদানের বার্তা দেওয়া হচ্ছে । আমরা বনগাঁর ১০০০ মাকে সম্মান প্রদান করতে পেরে গর্বিত ।' এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । পাশাপাশি পুষ্প প্রদর্শনীর মাধ্যমে বনগাঁ টাউন হল গীতাঞ্জলি মুক্তমঞ্চ প্রাঙ্গণ বিশেষভাবে সেজে ওঠে । বনগাঁ পৌরসভার উদ্যোগে বেশ কয়েক বছর পুষ্প প্রদর্শনী বন্ধ থাকলেও এ বছর পুনরায় পুষ্প প্রদর্শনীতে রংবেরঙের বিভিন্ন প্রজাতির নানা ফুলের সমাহার লক্ষ্য করা গিয়েছে।

বাগনানে লরির ধাক্কায় মৃত ২ পুলিশ কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাগনান

আপনজন: বৃহস্পতিবার ভোরে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা হাওড়া জেলার বাগনানের ১৬ নং জাতীয় সড়কে। কর্তব্যরত পুলিশের গাড়িতে গিয়ে ধাক্কা মারে একটি মালবাহী লরি। ঘটনায় বাগনান থানার সাব ইন্সপেক্টর, কনস্টেবল, হোম গার্ড সহ গাড়ির চালক আহত হন। এরপর তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে এক পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর এবং এক হোমগার্ডকে মৃত্যু হয় বলে জানান চিকিৎসকরা। মৃতেরা হল সুজয় দাস (সাব ইন্সপেক্টর), পলাশ সামন্ত (হোম গার্ড)। ঘটনাস্থলে যান এডিজি দক্ষিণবঙ্গ সিদ্ধিনাথ গুপ্তা, ডিআইজি প্রেসিডেন্সি রেঞ্জ আকাশ মাঘারিয়া, হাওড়া গ্রামীণ পুলিশ সুপার সাথী ভাঙ্গালিয়া। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

৬ বছর পর মোরাতার হ্যাটট্রিক, তবু জিরোনার কাছে হার আতলেতিকোর

আপনজন ডেস্ক: জিরোনা ৪: ৩ আতলেতিকো মাদ্রিদ
একবার ১-০, আরেকবার ৩-১ ব্যবধানে এগোল জিরোনা। কিন্তু দুই দফায়ই আতলেতিকো মাদ্রিদকে সমতা এনে দিলেন আলভারো মোরাতা। করলেন হ্যাটট্রিক। তবে প্রায় সাড়ে ছয় বছর পর হ্যাটট্রিক করেও জয় নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারেননি মোরাতা। ম্যাচের যোগ করা সময়ে গোল করে জিরোনা ম্যাচ জিতে নিয়েছে ৪-৩ ব্যবধানে। লা লিগায় সপ্তমবারের চেষ্টায়
আতলেতিকোকে প্রথম হারাল জিরোনা। আর দিয়েগো সিমিওনে-যুগে এই প্রথম লিগে প্রতিপক্ষের মাঠে টানা চার ম্যাচ হারল আতলেতিকো মাদ্রিদ।
৭ গোলের রোমাঞ্চ ছড়ানো ম্যাচটিতে দ্বিতীয় মিনিটেই এগিয়ে যায় জিরোনা। শিরোপা দৌড়ে রিয়াল মাদ্রিদকে চাপে রাখা দলটিকে প্রথম গোল এনে দেন স্প্যানিশ ফুলব্যাক ভ্যালেরি ফার্নান্দেজ। ১৪ মিনিটেই সেটি শোধ দিয়ে দেন মোরাতা। জিরোনা দ্বিতীয়বার এগিয়ে যায় ২৬তম মিনিটে। এই গোলটির নায়ক ১৯ বছর বয়সী ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড স্যাভিও। ৩৯ মিনিটে জিরোনার পক্ষে ব্যবধান ৩-১ বানান ডাচ মিডফিল্ডার ডেলি ব্লাইন্ড।দ্বিতীয়ার্ধে ফিরে ৫৪তম মিনিটে দলকে ৩-৩ সমতার গোলও এনে দেন মোরাতা। ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগে এটি তাঁর তৃতীয় হ্যাটট্রিক। এর আগে ২০১৭ সালের এপ্রিলে লা লিগা রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে লেগানেসের বিপক্ষে এবং একই বছরের সেপ্টেম্বরে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে চেলসির হয়ে স্টোক সিটির বিপক্ষে গোল করেন তিনি।
শিরোপা দৌড়ে রিয়াল মাদ্রিদকে চাপে রেখেছে জিরোনা শিরোপা দৌড়ে রিয়াল মাদ্রিদকে চাপে রেখেছে জিরোনাএক্স। তবে দীর্ঘ সময় পরে করা হ্যাটট্রিকের রাতে স্বস্তি নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারেননি মোরাতা।
১৯ ম্যাচে ১৫ জয় ও ৩ ড্রয়ে ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থান ধরে রেখেছে জিরোনা। সমান ম্যাচে সমান পয়েন্ট শীর্ষে থাকা রিয়াল মাদ্রিদেরও, তবে কার্লো আনচেলত্তির দল এগিয়ে গোল ব্যবধানের কারণে।
আতলেতিকো মাদ্রিদ ১৯ ম্যাচে ১২ জয়, ২ ড্রয়ে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে তিনে অবস্থান করছে।

বর্ষসেরা ওয়ানডে ক্রিকেটারের পুরস্কার দৌড়ে চারজনের তিনজনই ভারতীয়

আপনজন ডেস্ক: আইসিসি বর্ষসেরা ওয়ানডে ক্রিকেটার (পুরুষ) ২০২৩ পুরস্কারে মনোনয়ন পেয়েছেন তিন ভারতীয় ক্রিকেটার বিরাট কোহলি, শুবমান গিল ও মোহাম্মদ শামি। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার কেউ নেই এ তালিকায়। ভারতের তিনজনের সঙ্গে আছেন নিউজিল্যান্ডের ড্যারিল মিচেল। বর্ষসেরা নারী ওয়ানডে ক্রিকেটারের মনোনয়নে অবশ্য ভারতের কেউই নেই।
মেয়েদের ক্রিকেটে বর্ষসেরা পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার অ্যাশলেই গার্ডনার, শ্রীলঙ্কার চামারি আতাপাত্তু, ইংল্যান্ডের ন্যাট সিভার-ব্রান্ট ও নিউজিল্যান্ডের অ্যামেলিয়া কার। অক্টোবর-নভেম্বরে বিশ্বকাপ থাকায় ২০২৩ সালের বেশির ভাগজুড়ে হয়েছে ওয়ানডে ক্রিকেট। দল হিসেবে সবচেয়ে বেশি ৩৫টি ম্যাচ খেলেছে ভারত, বছরের সেরা পারফরম্যান্সেও যার ছাপ পড়েছে। ওপেনার শুবমান গিল বর্ষসেরায় মনোনয়ন পেয়েছেন ২৯ ম্যাচে ১৫৮৪ রান তুলে। এটিই ২০২৩ সালে কোনো ব্যাটসম্যানের সর্বোচ্চ রান। ঘরের মাঠে হওয়া বিশ্বকাপে ৪৪.২৫ গড়ে ৩৫৪ রান তুলেছিলেন গিল। টুর্নামেন্টে কোনো শতক না থাকলেও চারটি অর্ধশতক ছিল তাঁর ব্যাটে। বিশ্বকাপেই স্বপ্নের মতো এক টুর্নামেন্ট কাটিয়েছেন কোহলি। টুর্নামেন্ট-সেরা হওয়ার পথে ৭৬৫ রান তোলেন তিনি, যা বিশ্বকাপের এক আসরে সর্বোচ্চ রান। বিশ্বকাপে ১১ ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ৯টিতেই পঞ্চাশের ঘর পার করেন কোহলি, এটিও বিশ্বকাপ রেকর্ড। সব মিলিয়ে বছরজুড়ে ২৭ ওয়ানডেতে ১৩৭৭ রান আসে কোহলির ব্যাট থেকে। এর মধ্যে শচীন টেন্ডুলকারের দুই যুগের বেশি সময় টিকে থাকা সর্বোচ্চ ৪৯ ওয়ানডে শতকের রেকর্ড ভেঙে ৫০তম শতকও তুলে নেন কোহলি। বর্ষসেরার লড়াইয়ে কোহলি ও গিলের সঙ্গে থাকা অপর ভারতীয় মোহাম্মদ শামি। মাত্র ১৯ ওয়ানডেতে ৪৩ উইকেট নেন এই পেসার, যার মধ্যে বিশ্বকাপেই নেন টুর্নামেন্ট-সর্বোচ্চ ২৪ উইকেট। তিন ভারতীয়ের বাইরে বর্ষসেরায় মনোনয়ন পাওয়া মিচেল ২৬ ম্যাচে করেন ১২০৪ রান। নিউজিল্যান্ডের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে এক পঞ্জিকাবর্ষে তৃতীয় সর্বোচ্চ রান এটি। এর মধ্যে বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে দুটি শতকসহ করেন ৫৫২ রান। কেইন উইলিয়ামসনের চোটজনিত অনুপস্থিতিতে নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিংয়ের মূল ভরসা হয়ে ছিলেন মিচেল।
নারী ওয়ানডেতে শ্রীলঙ্কার আতাপাত্তু মনোনয়ন পেয়েছেন ৮ ম্যাচে ৪১৫ রান তুলে। ১টি উইকেটও আছে তাঁর। বর্ষসেরা ওয়ানডে ক্রিকেটারের মনোনয়ন পাওয়ার আগে বর্ষসেরা টি-টোয়েন্টির তালিকায়ও জায়গা করে নেন শ্রীলঙ্কান অধিনায়ক।
আতাপাত্তুর সঙ্গে মনোনীত হওয়া বাকি তিনজনও অলরাউন্ডার। নিউজিল্যান্ডের অ্যামেলিয়া কার ৯ ম্যাচে ব্যাট হাতে তোলেন ৫৪১ রান, লেগ স্পিনে নেন ৮ উইকেট। ২০২২ সালেও বর্ষসেরা ওয়ানডে ক্রিকেটারের মনোনয়ন পেয়েছিলেন কার। অস্ট্রেলিয়ার অ্যাশলেই গার্ডনারও ছিলেন বছরজুড়ে দারুণ ছন্দে। ১৩ ম্যাচে অফ স্পিনে ২৪ উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি ব্যাট হাতে ১৮৮ রান করেন তিনি। গত বছরের বর্ষসেরা ইংল্যান্ডের ন্যাট সিভার-ব্রান্ট ২০২৩ সালে খেলেছেন ৬টি ম্যাচ। এর মধ্যে তিনটি শতকসহ করেন ৩৯৩ রান, ডানহাতি পেস বোলিংয়ে নেন ৩ উইকেট।
মনোনয়ন তালিকায় জায়গা পাওয়া চারজনের মধ্যে একজন বর্ষসেরার স্বীকৃতি পাবেন গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের প্যানেল, আইসিসি ভোটিং একাডেমি এবং সমর্থকদের ভোটে। আইসিসির ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন।

স্টাম্পিং ও কনকাশন বদলির নিয়ম পাল্টেছে আইসিসি

আপনজন ডেস্ক: নতুন বছরের শুরুতেই ক্রিকেটের নিয়মে দুটি বদল আনার ঘোষণা দিয়েছে আইসিসি। বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার সর্বশেষ সংশোধনীতে স্টাম্পিং আউট ও কনকাশন (মাথায় আঘাত) বদলির ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম চালুর বিষয়টি জানানো হয়েছে।
প্লেয়িং কন্ডিশনে নতুন নিয়ম অনুযায়ী, মাঠের আম্পায়ার তৃতীয় আম্পায়ারের কাছে স্টাম্পিং আউটের আবেদন পাঠানোর পর ব্যাটসম্যান কট বিহাইন্ড হয়েছেন কি না, সেটা তিনি (তৃতীয় আম্পায়ার) দেখতে পারবেন না। সাধারণত স্টাম্পিংয়ের আবেদনে সন্দেহ না জাগলে লেগ আম্পায়ারই সিদ্ধান্তটা জানিয়ে দেন। তবে নিশ্চিত না হলে মাঠের আম্পায়ার তৃতীয় (টিভি) আম্পায়ারের সহায়তা নেন। টিভি আম্পায়ার স্টাম্পিং আউটের আবেদন যাচাইয়ের সময় ব্যাটসম্যানের ব্যাট ছুঁয়ে বল উইকেটকিপারের হাতে জমা পড়েছে কি না, সেটাও দেখে নেন। কিন্তু এখন থেকে স্টাম্পিংয়ের আবেদনের ক্ষেত্রে শুধু এই আউট নিয়েই সিদ্ধান্ত জানাতে পারবেন টিভি আম্পায়ার। অর্থাৎ, স্টাম্পিংয়ের আবেদন হলে শুধু সাইড অন রিপ্লে দেখা হবে। যেখানে ব্যাটসম্যানের ব্যাট বা শরীরের কোনো অংশ বেল ফেলার সময় ক্রিজের ভেতর ছিল কি না, সেটা যাচাই করা হবে।
কোনো উইকেটকিপার যদি মনে করেন, বল ব্যাটসম্যানের ব্যাট ছুঁয়ে সরাসরি তাঁর হাতে এসেছে এবং এরপর তিনি স্টাম্পিংও করেছেন, সেক্ষেত্রে আলাদাভাবে রিভিউ (ডিআরএস) নিতে হবে। এই পরিবর্তন গত বছরের ১২ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয়েছে। গত বছর ভারতের বিপক্ষে সীমিত ওভারের সিরিজে অস্ট্রেলিয়া বেশ কয়েকবার উভয় আউটের সুবিধা পেয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার উইকেটকিপার অ্যালেক্স ক্যারি ও দলের ফিল্ডাররা শুধু স্টাম্পিংয়ের আবেদন জানিয়েছিলেন। তবে টিভি আম্পায়ার ডিআরএস ছাড়াই কট বিহাইন্ডও পরীক্ষা করে দেখেন। সেই নিয়ম এবার বদলে গেল। ক্রিকেট বিষয়ক সংবাদমাধ্যম ইএসপিএন ক্রিকইনফো আইসিসির সংশোধনীতে যা বলা হয়েছে, তার কিছু অংশ প্রকাশ করেছে, ‘পরিবর্তিত রিভিউ শুধুমাত্র স্টাম্পড আউট পরীক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। অন্য আউটের (যেমন-কট বিহাইন্ড) ক্ষেত্রে ফিল্ডিং দল যেন একটি ফ্রি রিভিউ না পায়, সেটা প্রতিরোধ করতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।’
মাথায় আঘাত পেয়ে মাঠ ছাড়া ক্রিকেটারের বোলিংয়ে নিষেধাজ্ঞা থাকলে কনকাশন বদলিও বল করতে পারবেন না
এ ছাড়া কনকাশন বদলির নিয়ম আরও স্বচ্ছ করা হয়েছে, যেন কোনো বিভ্রান্তি তৈরি না হয়। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, কোনো ক্রিকেটারকে যদি কনকাশন বদলি হিসেবে খেলাতে হয়, তাহলে মাঠ ছেড়ে যাওয়া ক্রিকেটারের বোলিংয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকলে তিনিও বল করতে পারবেন না। সেই সঙ্গে এটাও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, এখন থেকে কোনো ক্রিকেটার চোট পেলে মাঠে ৪ মিনিটের বেশি চিকিৎসা নিতে পারবেন না।
নো বল ডাকার ক্ষেত্রে তৃতীয় আম্পায়ারকে আরও ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে। এত দিন তৃতীয় আম্পায়ার শুধু সামনের পায়ের ধাপ পরীক্ষা করে নো বল দিতে পারতেন। এখন থেকে তৃতীয় আম্পায়ার সব ধরনের নো বল পরীক্ষা করে মাঠের আম্পায়ারকে নির্দেশ দিতে পারবেন।

উদ্যম হারাচ্ছেন এমবাপ্পে

আপনজন ডেস্ক: শীতকালীন দলবদল শুরু হতেই আলোচনার কেন্দ্রে কিলিয়ান এমবাপ্পে। এই ফরাসি তারকা পিএসজি ছেড়ে রিয়াল মাদ্রিদে যাবেন কি না, তা নিয়েই যত আলোচনা। পিএসজির সঙ্গে এমবাপ্পের চুক্তির মেয়াদ জুন পর্যন্ত থাকলেও এরই মধ্যে রিয়াল নাকি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। যত দ্রুত সম্ভব এমবাপ্পের কাছ থেকে সিদ্ধান্তও জানতে চেয়েছে তারা। এর আগেও অবশ্য রিয়াল-এমবাপ্পে দলবদল প্রসঙ্গ একাধিকবার আলোচনায় এসেছিল।
এমনকি এমবাপ্পের রিয়ালে যাওয়াও মনে হচ্ছিল সময়ের ব্যাপার। তবে সেখান থেকেই বারবার পরিস্থিতি বদলেছে এবং শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপজয়ী এই ফরোয়ার্ড পিএসজিতেই থেকে গেছেন। তবে এবার নাকি কঠোর পথে হাঁটছে রিয়াল। এবার না এলে এমবাপ্পের জন্য রিয়ালে আসার পথ স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যাবে।
এর মধ্যে সাবেক পিএসজি ও ফরাসি খেলোয়াড় ক্রিস্তফ দুগারি বলেছেন, তিনি আশা করেন, এমবাপ্পে এবার পিএসজি ছেড়ে চলে যাবেন। পাশাপাশি এমবাপ্পে উদ্যম হারিয়ে ফেলেছেন বলেও মন্তব্য করেছেন বিশ্বকাপজয়ী এই ফরোয়ার্ড। এমবাপ্পে উদ্দীপনা হারিয়ে ফেলেছে উল্লেখ করে দুগারি বলেন, ‘আমি মনে করি এমবাপ্পে নিরুদ্যম হয়ে পড়েছে।

ইতিহাসের সংক্ষিপ্ততম টেস্ট জিতে সিরিজ ড্র করল ভারত

আপনজন ডেস্ক: এ ম্যাচের আগে ডিন এলগার বলেছিলেন, তাঁর কাছে টেস্ট ক্রিকেটই বিশ্বকাপের মতো। সীমিত ওভারের ক্রিকেটে কখনোই সেভাবে না খেলা এলগারের সেটি মনে হতেই পারে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিদায়ী অধিনায়ক অবশ্য ক্যারিয়ারের শেষ টেস্টে ‘বর্ধিত’ এক ওয়ানডের স্বাদই পেলেন। কেপটাউনে ৬৪২ বলের (১০৭ ওভার) মধ্যেই শেষ হয়ে গেছে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট, যাতে ৭ উইকেটে জিতে সিরিজ ড্র করেছে ভারত। বলের হিসাবে ইতিহাসের সংক্ষিপ্ততম টেস্ট এখন এটিই (যেগুলোতে ফল এসেছে)। তাতে ভেঙেছে ৯২ বছরের রেকর্ড–১৯৩২ সালে মেলবোর্নে দক্ষিণ আফ্রিকাকে মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়া হারিয়েছিল ইনিংস ও ৭২ রানে, সে টেস্ট স্থায়ী হয়েছিল ৬৫৬ বল। গতকাল ২৩ উইকেটের দিনের পর আজ দ্বিতীয় দিনও ব্যাটিংয়ের জন্য খুব একটা সহজ ছিল না নিউল্যান্ডসের উইকেট। দক্ষিণ আফ্রিকার অন্য কোনো ব্যাটসম্যান যেখানে ১২ রানের বেশিই করতে পারেননি, এইডেন মার্করাম সেখানে খেলেছেন ১০৩ বলে ১০৬ রানের দুর্দান্ত এক ইনিংস। তবে মার্করামের ওই শতকের পরও দ্বিতীয় ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকা ১৭৬ রানে থেমে ভারতকে লক্ষ্য দিতে পারে ৭৯ রানের। সেটি সফরকারীরা পেরিয়ে যায় ১২ ওভারেই। এ পিচে ১০০-এর ওপর স্কোর নিয়েও হয়তো লড়াই করতে পারত দক্ষিণ আফ্রিকা, তবে ৭৯ রানের লক্ষ্যে যশস্বী জয়সোয়ালের ৬ চারে ২৩ বলে ২৮ রানের ইনিংসই বড় ক্ষতি করে তাদের। নান্দ্রে বার্গারের বলে জয়সোয়াল আউট হওয়ার সময় ভারত তুলে ফেলে ৪৪ রান। শুবমান গিলও ইতিবাচক ছিলেন রাবাদার নিচু হওয়া বলে বোল্ড হওয়ার আগে। লেংথ থেকে রাবাদার বলটি হাঁটুর বেশ নিচেই থেকেছে–নিউল্যান্ডসের পিচের অসম বাউন্সের যেটি আরেকটি প্রমাণ। কোহলির সঙ্গে রাবাদার দ্বৈরথে এরপর নজর ছিল সবার। রাবাদা যদিও রোহিতের উইকেট প্রায় পেয়েই গিয়েছিলেন। তুলে মারতে গিয়ে ক্যাচ তুললেও সহজ সুযোগ হাতছাড়া করেন টনি ডি জর্জি। কোহলি অবশ্য থামেন মার্কো ইয়ানসেনের লেগ সাইডের বলে কট বিহাইন্ড হয়ে, জয় থেকে ৪ রান দূরে দাঁড়িয়ে। শ্রেয়াস আইয়ার নেমে চার মেরে নিশ্চিত করেন ভারতের জয়। এর আগে ৩৬ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় দিন শুরু করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। গতকাল সকালে মোহাম্মদ সিরাজের তোপে পড়া দক্ষিণ আফ্রিকা এবার পড়ে যশপ্রীত বুমরার সামনে। ডেভিড বেডিংহাম, কাইল ভেরেইনা, মার্কো ইয়ানসেনের পর কেশব মহারাজও বেশিক্ষণ সঙ্গ দিতে পারেননি মার্করামকে। সপ্তম উইকেট পড়ার সময়ও দক্ষিণ আফ্রিকার লিড ছিল মাত্র ১৩ রান। মার্করাম দায়িত্বটা তুলে নেন এরপর নিজের হাতে। কাগিসো রাবাদাকে নিয়ে ৩৮ বলেই যোগ করেন ৫১ রান, যাতে রাবাদার অবদান মাত্র ২। সকাল থেকে সিরাজকে আনেননি রোহিত, গতকালের সেরা বোলার এসে মার্করামকে ফেরাতে সময় নেননি। সিরিজে এ নিয়ে তৃতীয়বার মার্করামকে আউট করলেন সিরাজ। তাঁর হার্ড লেংথের বলে পুল করতে গিয়ে লং অফে রোহিতের হাতে ধরা পড়েন মার্করাম, সে ক্যাচ নিয়ে একটু হতাশাই প্রকাশ করেন ভারত অধিনায়ক। এতক্ষণ সিরাজকে কেন আনেননি, সেটিই হয়তো হতাশার কারণ ছিল তাঁর।
এমন ইনিংসের পর মার্করামের অবশ্য তৃপ্ত হওয়ার অনেক কারণই আছে। ক্রিকভিজের ডেটা অনুযায়ী, বল ট্র্যাকিং পদ্ধতি আসার পর মার্করামের এ শতকই সবচেয়ে ‘কঠিন’। তাদের মডেল অনুযায়ী, এ পিচে প্রতি ব্যাটসম্যানের প্রত্যাশিত গড় স্কোর ১৬.৬ রান, মার্করাম সেখানে ১০৩ বলে করেন ১০৬ রান। সে ইনিংসে ১৭টি চারের সঙ্গে ছিল দুটি ছক্কা। ভাগ্যের সহায়তাও অবশ্য পান তিনি, ৭৪ রানে দাঁড়িয়ে বুমরার বলে রাহুলের হাতে ক্যাচ দিয়েও বাঁচেন তিনি। মার্করামের পর দক্ষিণ আফ্রিকাও টেকেনি বেশিক্ষণ। ১৪ রানের মধ্যে শেষ ৩ উইকেট হারায় তারা।
সংক্ষিপ্ত স্কোর
দক্ষিণ আফ্রিকা: ৫৫ ও ৩৬.৫ ওভারে ১৭৬ (মার্করাম ১০৬, এলগার ১২; বুমরা ৬/৬১, মুকেশ ২/৫৬) ভারত: ১৫৩ ও ১২ ওভারে ৮০/৩ (জয়সোয়াল ২৮, রোহিত ১৬*; ইয়ানসেন ১/১৫, বার্গার ১/২৯)
ফল: ভারত ৭ উইকেটে জয়ী

কলকাতা ও হাওড়া জেলা মাদ্রাসা ক্রীড়া সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত

মনিরুজ্জামান ● কলকাতা

আপনজন ডেস্ক: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা উন্নয়ন দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় প্রতি বছরের মতো এবারও রাজ্য মাদ্রাসা গেমস এন্ড স্পোর্টস অনুষ্ঠিত হতে চলেছে চলতি মাসের ১৫ জানুয়ারি থেকে। রাজ্য মিটের আগে জেলা স্তরের খেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বৃহস্পতিবার কলকাতা ও হাওড়া জেলা মাদ্রাসা অ্যাথলেটিক মিট অনুষ্ঠিত হল সাড়ম্বরে। উল্লেখ্য, কলকাতার বডিগার্ড লাইনে এবং হাওড়ার পাঁচলা নেতাজি সংঘ ফুটবল গ্রাউন্ডে জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী অরূপ রায়, পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ডঃ আবু তাহের কামরুদ্দিন, রাজ্য মাদ্রাসা ক্রীড়া কমিটির জয়েন্ট কনভেনার তথা মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের অন্যতম সদস্য একেএম ফারহাদ,প্রাক্তন সাঁতারু মনিরুল মোল্লা, কলকাতা জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক সঞ্জয় বাবু,বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক)মমিনুল বাবু,এআই কবিরুল ইসলাম,হাওড়া জেলার আধিকারিক দীপঙ্কর দাস,কোয়েল সিং, শিক্ষক নূরুল হক,হাওড়া ক্রীড়া কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত নামদার শেখ, সাধনা বর্মন,সারদুল আমিন,অমিত কুমার মন্ডল, কলকাতার আহমাদুল্লাহ, আব্দুল অহেদ মল্লিক,ইবাদুল হক সহ অন্যান্য আধিকারিক ও জেলার প্রতিটি মাদ্রাসার শিক্ষক শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীরা।

অ্যাথলিট ইভেন্টের প্রস্তুতি

৭ জানুয়ারি ‘অ্যাথলেটিক কোচস্ অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল’-এর উদ্যোগে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অশোকনগর সুহৃদ সংঘের খেলার মাঠে আন্তঃকোচিং ক্যাম্প অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি তুঙ্গে। চারটি ইভেন্টে সুষ্ঠুভাবে খেলা পরিচালনার জন্য মাঠ পরিদর্শন করছেন আন্তঃকোচিং ক্যাম্প অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতার আহ্বায়ক ও জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ ইসমাইল সরদার। ছবি: এম মেহেদী সানি

পাঁচলায় জেলা মাদ্রাসা ক্রীড়া

হাওড়া জেলা মাদ্রাসার ১৪ তম ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল পাঁচলার নেতাজি সংঘের মাঠে। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ক্রীড়াবিদ (জাতীয় সাঁতারু) জনাব মনিরুল মোল্লা সাহেব, সারদা তাজপুর হাই মাদ্রাসার সহ শিক্ষক মাওলানা শেখ মুহাম্মদ কালিমুল্লাহ সাহেব ও বনহরিশপুর হাই মাদ্রাসার সহ শিক্ষক সাবির হোসেন সাহেব।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**